জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৫৭ • ১১ নভেম্বর, ২০২৬ • ২৪ কার্তিক ১৪৩৩ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 157 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 11 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

নক্ষত্র পতন

প্রয়াত হলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত সেতারবাদক ও পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত পণ্ডিত মণিলাল নাগ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ফুসফুসের সংক্রমণ ও বার্ধক্যজনিত শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন



শীতের ছন্দপতন

বুধবার ভাইফোঁটার দিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। আকাশের মুখভার থাকায় এবং জলীয় বাষ্পের দাপট বেড়েছে। জলীয় বাষ্পের জন্য উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হয়েছে

চোরবাগান: প্রভাবশালীদের আড়ালে রেখে সিট-রিপোর্ট



২০২৭-এর আইসিএসই, আইএসসির পরীক্ষাসূচি



আত্মজীবনীতে সোনিয়া উচ্ছ্বসিত নেত্রীকে নিয়ে



পুরুষশাসিত সমাজে মমতা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

প্রতিবেদন : বিলঙ্গিং : আ জার্নি অফ লাভ... সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী। ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে বইটি। প্রকাশের পরেই বইটি নিয়ে চর্চা শুরু। আর সেই বইতেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কী লিখেছেন বাংলার নেত্রীকে নিয়ে কংগ্রেসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সর্বভারতীয় সভানেত্রী?



সোনিয়া গান্ধী তাঁর বইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং দৃঢ় মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। দু'দশকের বেশি সময় ধরে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থান এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করার ক্ষমতাকে তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশের মধ্যে নিজেকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। (এরপর ৮ পাতায়)

দেখে নিন পুলিশকে চড় মারা সেই রতিকান্ত মঞ্চে কার সঙ্গে!

ছবি দিয়ে ফাঁস করলেন অভিষেক





চিনতে পারছেন? শুভেন্দুর সঙ্গে মঞ্চ আলো করে রতিকান্ত।

প্রতিবেদন : ৭২ ঘণ্টারও বেশি কেটে গিয়েছে! পুলিশকে চড় মারা বিজেপির গুন্ডা এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ বিজেপির হামলার শিকার তৃণমূল কর্মীদেরই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর তাণ্ডবের ঘটনায়। শুধু তাই নয়, পুলিশকে চড় মারা ওই ব্যক্তির সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠতার ছবিও ফাঁস হয়ে গেছে। এই ছবি সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে, অভিষেক গর্জে উঠেছেন। তিনি লিখেছেন, এটাই বিজেপিশাসিত আসল চেহারা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর বিচারের নামে প্রহসনের! সবচেয়ে করুণ অবস্থা পুলিশকর্মীদের। চোর মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দিয়েছিলেন, পুলিশকে খোলা নির্দেশ দেওয়া আছে। পুলিশের গায়ে হাত তুললে আমার থেকে ভয়ঙ্কর কেউ হবে না। কোথায় গেল সেই হুঙ্কার? নিজের দলের গুন্ডাদের সামনে কি মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত হুঙ্কার উধাও? পুলিশকে চড় মারা বিজেপির গুন্ডাদের জন্য সুরক্ষা, আর আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীদের জন্য মিথ্যে মামলা ও জেল। এটাই কি বিজেপির সুশাসনের নমুনা, ডাবল ইঞ্জিন সোনার বাংলা মডেল? (এরপর ৮ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



সময়

দেখতে দেখতে অনেক বছর
এক নিমেষে পার হয়
ডাউন মেমোরি লেনের ঠিকানায়
সব স্মৃতি সযত্নে রয়।।
মনে হয় যেন এই তো সেদিন
শুরু হয়েছিলো চলার পথ
কখন নিমেষে কেটে গেলো যেন
সহস্র মাইল রথ।।
দিন-রাত গুলো ঘুমালেই পার
অর্ধেক জীবন কাটে ঘুমে
এ নিদ্রার যদি অবসান হতো
তবে আরো সময় বাঁচতো জমে।।
সময়ের দাম সবচেয়ে বেশি
সবচেয়ে দামি অলঙ্কার
সময় বাঁচাতে সময় আনো
সময় বাঁচানোর নবউপহার।।

নেত্রীর বাড়ির পাশের পুজোয় পুলিশ দিয়ে চরম অসভ্যতা



এই বোর্ড ছিল। সরানো হয়েছে।

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার আর এক অসভ্যতার সাক্ষী থাকল কালীঘাট চত্বর। নেত্রীর বাড়ির পাশের একটি ক্লাবে মঙ্গলবার আনা হয় শুভেন্দু অধিকারীকে। শুভেন্দু আসার আগে পুলিশ কার্যত বাঁদর নাচ শুরু করে এলাকা জুড়ে। ওই পুজো প্যান্ডেলটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রাখা ছিল। রাজ্যের তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' পুলিশ গিয়ে সেসব ছবি সরিয়ে পদ্মফুল বসিয়ে দেয়। (এরপর ১১ পাতায়)

বিনা বিচারে গুলি • বিরোধিতা করলেই জেল

জবাব দিতে হবে বিজেপিকে

প্রতিবেদন : গোটা রাজ্যে যেন জঙ্গলরাজ চলছে। বিরোধীদের মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার, বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা থেকে সরকারের বিপক্ষে গেলেই জেলে ঢোকানো এখন বাংলায় এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার যেমন, মুম্বইয়ে যাওয়ার আগেই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গদ্দার শিবিরের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা, ভরসার কথা বলার পরপরই তাঁকে গ্রেফতার হতে হল! (এরপর ১১ পাতায়)



আক্রান্ত দলের কর্মীরা ভাইফোঁটা হচ্ছে না নেত্রীর

প্রতিবেদন : আক্রান্ত দলের কর্মীরা। এবার তাই ভাইফোঁটা পালন করছেন না নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে তিনি বিজয়া দশমীও পালন করেননি। নির্বাচনের পর থেকেই শুরু হয়েছে সন্ত্রাস। প্রতিদিন তা বেড়েছে। কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলার প্রতিটি এলাকায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীরা। একদিকে চলছে পুলিশি নৃশংসতা, অন্যদিকে বিনা বিচারে, মিথ্যা অভিযোগে ধরপাকড়, গ্রেফতার, জেল। তার প্রতিবাদেই নেত্রী বিজয়া দশমী পালন করেননি। এবার ভাতৃদ্বিতীয়া। যেহেতু পারিবারিক কালীপুজো বন্ধ করা যায় না, পুজো করেছেন। কিন্তু ভাইফোঁটা হচ্ছে না। তবে আজ, বুধবার অন্য দিনের মতো তাঁর দরজা খোলা থাকছে। নেত্রীর কাছে যে কেউ আসতে পারেন, দেখা করতে পারেন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
11 November, 2026 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১১ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারপুত্র, কিন্তু সে-জমিদার নিজেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন, ফলে আত্মবিরোধের উপাদান জ্যোতিরিন্দ্রের রক্তের মধ্যেই ছিল, শ্রীরামপুরের রাজার এই ভাগিনেয়র 'জনতার মুখরিত সখ্যে' এসে বামপন্থী হওয়া তাই যেন সহজ এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। আনখশির কবি আর শিল্পী এই মানুষটি বিএসসি পাশ করলেন কেন, কেন তার পরে ইংরেজি সাহিত্যে স্পেশাল অনার্স আর এমএ করে নিলেন, সে-ও এক বিরোধ-নির্বাচনের আখ্যান। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের কাছে মানুষটিকে মোটেই আত্মদীর্ণ ও চৌচির ব্যক্তি বলে মনে হয়নি। বরং রগুড়ে আর হুল্লোড়ে, প্রাণ ও সৃষ্টিতে সর্বদা টগবগ করছেন, এমন মানুষ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তাঁর কবিতা সংগ্রহ, গানের ধ্বনিমুদ্রা, সর্বোপরি গণনাট্যের সেই অবিশ্বাস্য উন্মোচক সংগীত— 'এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার'— যা গণনাট্যের চৌহদ্দি পেরিয়ে অনেক দূরে দূরে বিস্তারিত হয়, এ-সবের মধ্যে এখনও জ্যোতিরিন্দ্রকে ধরা যায়।





১৯০৮ গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯-এ তিনি 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৬৪-তে 'পৌষ ফাগুনের পালা' উপন্যাসের জন্য পান রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ১৯৩৮ সালে বন্ধু সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় 'মিত্র অ্যান্ড ঘোষ' প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন।

২০০৪ ইয়াসের আরাফত (১৯২৯-২০০৪) এদিন প্যারিসে মারা যান। প্যালেস্টাইন অথরিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৯৬-২০০৪। প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৬৯-২০০৪। ১৯৯৪-তে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন।



১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান



প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল এদিন ভোর ৫টায়। রেলগাড়ির একটা কোচে বসে মিত্র শক্তি ও জার্মানি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ফারদিনান্দ ফোক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ৬ ঘণ্টা পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ হতাহত হন।

১৮৩১ ন্যাট টারনারকে (১৮০০-১৮৩১) এদিন ভার্জিনিয়ার জেরুজালেমে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ন্যাট কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। অনুগামী কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরা ন্যাটকে 'প্রফেট' বলে মান্য করত। সেই দাস-বিদ্রোহে ৬০ জন শ্বেতাঙ্গ নিহত হন। পাল্টা হানাদারিতে বহু কৃষ্ণাঙ্গের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।





১৯৩৬ মালা সিনহা এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে নেপালি ভাষাভাষী। হিন্দি-বাংলা ও নেপালি ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্যায়াসা', 'ধুল কা ফুল', 'অনপড়', 'গুমরাহ', 'দিল তেরা দিওয়ানা', 'আঁখে' ইত্যাদি।

১৮৮৮ আচার্য কৃপালনী (১৮৮৮-১৯৮২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় তিনিই ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। গান্ধীবাদী রাজনীতিবিদ। পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দেন।



১৯৮৯ ওয়াশিংটন জুড়ল আমেরিকায়



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হল ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম প্রদেশ হিসেবে তার এই অন্তর্ভুক্তি। ওয়াশিংটনের প্রাদেশিক রাজধানী অলিম্পিয়া।

কর্মসূচি





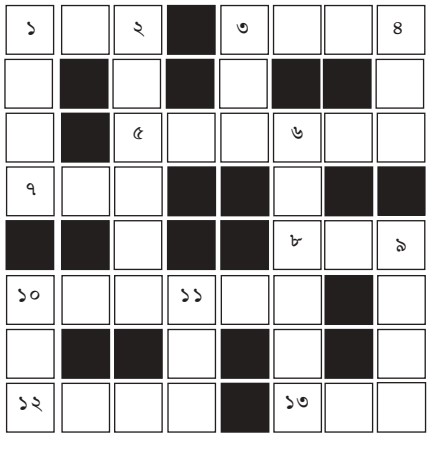
বল্লভপাড়া প্রতিবাদ সংঘের কালীপূজার মণ্ডপে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী আলিফা আহমেদ।

বাংলার ও বাঙালির নিজস্ব আনন্দ পালনের অনুষঙ্গ ফানুস। কালীপুজোর রাতে ফানুস ওড়ানোর প্রথা অনুসৃত হচ্ছিল ১০২ বছর ধরে, উত্তর কলকাতার ভোলানাথ ভবনে। ছেদ পড়ল এবছর। নতুন সরকারের বাংলার প্রথাবিরোধী ফতোয়ার সৌজন্যে। পুলিশ, দমকল, পুরসভা, সবার দুয়ারে ঘুরেও মিলল না অনুমতি। দেখানো হল না কোনও কারণে। সবার অলক্ষ্যে একটা আনন্দময় পরিমণ্ডল বিনষ্ট হল স্রেফ বাঙালি ঐতিহ্য বিরোধী প্রশাসনের কারণে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৭৭



পাশাপাশি : ১. সুগায়ক ৩. প্রার্থনা, মিনতি ৫. যে স্তুতিগান করে ৭. নৈপুণ্য, পারদর্শিতা ৮. নিরাশ্রয় ১০. আলো দেখিয়ে পথনির্দেশ ১২. আঘাত ১৩. নিন্দিত, অপমানিত।

উপর-নিচ : ১. আপত্তিজ্ঞাপন ২. শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি ৩. পূজা, উপাসনা ৪. — ভাঙা পণ ৬. প্রহার করা ৯. ডোরাকাটা ১০. বাংলাদেশের এক নদী ১১. বাণিজ্যপোতারোহী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৭৬ : পাশাপাশি : ১. উচ্চবাচ্য ৩. মৃত্তিকা ৫. গৎ ৬. তক্ষণ ৮. চলা ১০. নাবুদ ১১. সন্দান ১৩. রফা ১৫. জমক ১৮.ভোর ১৯. টহল ২০. খুঁটিনাটি।
উপর-নিচ : ১. উচ্চনীচ ২. বাগাত ৩. মৃৎ ৪. কাশি ৫. গণনা ৭. আদর ৯. লাসক ১২. নজর ১৪. ফাটাফাটি ১৬. কর্কটি ১৭. খ্যাঁট ১৮. ভোল।

১০ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩২০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮৭৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.২২	৯৫.২১
ইউরো	১০৫.৩৫	১০৬.৯৬
পাউন্ড	১২৬.০৭	১২৭.৮১

নজরকাড়া ইনস্টা



যশ দাশগুপ্ত



শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
যে মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

11 November, 2026 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১১ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে। এর মধ্যেই স্বামীর ফ্ল্যাটে ঢুকে তাঁকে বন্দুক দিয়ে মারধর। অভিযুক্ত স্ত্রী। উত্তর ২৪ পরগনার রহড়ার পাতুলিয়ার ঘটনা। জখম স্বামী

ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম



শহিদ-স্মরণে জননেত্রী

প্রতিবেদন : নন্দীগ্রামে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৭ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নন্দীগ্রাম আন্দোলন হয়েছিল। আজ তা ইতিহাস। ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা বহুফসলি কৃষি জমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণের প্রতিবাদ করার সময় পুলিশের গুলিতে ১৪ জন নিরীহ মানুষ, কৃষক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নিহত হয়েছিলেন এবং শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসী আহত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক এই দিনটিকে মঙ্গলবার স্মরণ করে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে এদিন পোস্ট করে লিখেছেন, সিপিআইএমের হার্মাদ বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ফলে নিহত শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সমাজ মাধ্যমে নিজের পোস্টে লেখেন, নন্দীগ্রামের শহিদদের ভুলছি না, ভুলব না। নন্দীগ্রাম দিবসে নন্দীগ্রাম-সহ বিশ্বের সকল শহিদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাসিন্দাদের সতর্কবার্তা সত্ত্বেও চরম উদাসীনতা!

বিজেপি সরকারের অপদার্থতায় কলকাতা শহরে ভয়াবহ জলযন্ত্রণা





জলের জন্য হাহাকার কলকাতার পুরবাসীর। গাড়ি আসতেই লম্বা লাইন। ডানদিকে টালার পাইপ ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে জল।

প্রতিবেদন : 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের তথাকথিত উন্নয়নের ফানুসটা যে আসলে কতটা ফাঁপা, টালা ব্রিজের নিচে শতবর্ষ প্রাচীন জলের পাইপলাইন ফেটে যাওয়ার ঘটনা তা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের বারংবার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও প্রশাসনের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙেনি। রাজ্যের বিজেপি সরকারের চরম উদাসীনতা ও অপদার্থতার খেসারত দিতে হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতা-সহ মহানগরীর বিস্তীর্ণ এলাকার লাখো মানুষকে। সোমবার সকাল থেকে কল দিয়ে জল পড়া বন্ধ, এক বালতি পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে পাড়ায় পাড়ায়, আর এই চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে নিছক 'হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর' বিলি করে আর ভবিষ্যতের গালভরা পরিকল্পনার কথা শুনিয়ে দায় সারছেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল!

টালা ব্রিজের নিচে ব্রিটিশ আমলের ৭২ ইঞ্চির প্রধান পাইপলাইনটির জীর্ণ দশা নিয়ে স্থানীয় মানুষ ও বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছিলেন। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই ভয়াবহ বিপর্যয় অনায়াসেই এড়ানো যেত। কিন্তু পূর্বতন সরকারের আমলের কাজের সমালোচনা করতেই ব্যস্ত বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাছে শহরের এই লাইফলাইনটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনও সময়ই হয়নি। ফলস্বরূপ, সোমবার সকালে সশব্দে পাইপ ফেটে বিপুল পরিমাণ জল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে শহরের স্বাভাবিক জনজীবন। শুধু যে গৃহস্থের রান্নাঘর ও শৌচাগারে জলের আকাল দেখা দিয়েছে তা-ই নয়, জমা জলের জেরে ব্যাহত হয়েছে রেল চলাচলও।

অথচ এই চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরেও পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের গলায় শোনা যাচ্ছে সেই চিরাচরিত আশ্বাসের বাণী। মঙ্গলবার এক বার্তায় মন্ত্রী দাবি করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নাকি ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে জল দেওয়া হচ্ছে এবং পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে-সহ আধিকারিকরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিদিনের জলের চাহিদা কি গোটা কয়েক জলের ট্যাঙ্কার দিয়ে মেটানো সম্ভব? আর যাদের বাড়িতে এক ফোঁটা জল নেই, তারা কি এখন রান্নাবান্না ও দৈনন্দিন কাজ ফেলে মন্ত্রীর দেওয়া নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে জলের জন্য চাতক পাখির মতো বসে থাকবেন?

সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হল, যখন শহরের মানুষ এক গ্লাস জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন এবং পুরসভা নিজেই হাত তুলে দিয়ে জানাচ্ছে যে মেরামতির কাজ শেষ হতে আরও অন্তত ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে, ঠিক তখন পুরমন্ত্রী শোনাচ্ছেন ভবিষ্যতে 'দ্বিগুণ ব্যাসের নতুন পাইপলাইন' বসানোর রঙিন স্বপ্ন! বিরোধীদের প্রশ্ন, ঘর পোড়ার পর আলু পোড়া দেওয়ার এই মানসিকতা কবে ছাড়বে বিজেপি সরকার?

একটি শতবর্ষ প্রাচীন পাইপলাইন যে কোনও দিন বিপদ ঘটাতে পারে, সেই ন্যূনতম দূরদর্শিতাটুকুও কি ছিল না পুর প্রশাসনের? নাকি পুরোটাই অযোগ্য নেতৃত্বের চরম গাফিলতি? টানা তিন-চার দিন ধরে ভারতের অন্যতম প্রধান এক মেট্রো শহরের মানুষ নির্জলা থাকবেন, আর সরকার 'পাইপটি অত্যন্ত পুরনো ছিল' বলে নিজেদের অপদার্থতা আড়াল করবে— এ কোন ধরনের সুশাসন? মুখের বুলি আর সোশ্যাল মিডিয়ার বার্তায় যে শহরের তৃষ্ণা মেটে না, টালার ফাটা পাইপলাইন আজ বর্তমান সরকারের সেই অযোগ্যতারই জলজ্যান্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চোরবাগান: রাঘববোয়ালদের ঢাকতেই অসহায় নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর কোপ

প্রতিবেদন: চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত যতই এগোচ্ছে, ততই প্রকট হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা। সবারই প্রশ্ন, উৎসবের মরশুমে সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করতে আসা গরিব ও অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষীদের গ্রেফতার করে কি আদতে মূল দোষী এবং প্রশাসনিক গাফিলতি আড়াল করার চেষ্টা চলছে? দেবদীপ অধিকারী, বিজয় ওঝা, তমোঘ্ন ঘোষদের মতো রাঘব বোয়ালদের বাঁচাতে বড়শিতে গাঁথা হচ্ছে কিছু বাড়তি রোজগারের আশায় আসা গরিব মানুষদের। সিট রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছিল না। তাহলে প্রশ্ন উঠছে যাদের প্রশিক্ষণ ছিল না তাদের কেন নিয়োগ করা হয়েছিল। এখানেই তো চরম গাফিলতি পুজো উদ্যোক্তাদের। ভিড় সামাল দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা যাদের নেই তাদেরকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল? এত বড় ম্যানেজমেন্ট ক্রাইসিসের দায় এড়াতে এখন গরিব নিরাপত্তারক্ষীদের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো, বিকল্প নির্গমন পথ এবং সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই এমন একটি বড় মণ্ডপের অনুমতি প্রশাসন কীভাবে দিল? মণ্ডপের প্রায় অর্ধেক সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো থাকা সত্ত্বেও কেন তা আগে নজরদারিতে আসেনি? স্থানীয় থানা এবং প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের নজরদারির চূড়ান্ত ব্যর্থতা ঢাকতেই এখন নিচুতলার কর্মীদের ওপর সমস্ত দায় চাপানো হচ্ছে।

দু'মাসেও তৃণমূল অফিসে ফরেনসিক পরীক্ষা হল না কেন? প্রশ্ন হাইকোর্টের

রাজ্যকে ভর্ৎসনা রিপোর্ট তলব

প্রতিবেদন : ফরেনসিক পরীক্ষার দোহাই দিয়ে দু'মাসের বেশি সময় ধরে ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে। অবিলম্বে এই অফিস খুলতে হাইকোর্টে আর্জি জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সেই মামলায় হাইকোর্ট জানতে চাইল, দু'মাস অতিক্রান্ত। কেন এখনও ফরেনসিক পরীক্ষা করা হল না? রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে অবিলম্বে রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট। মঙ্গলবার আদালত জানতে চেয়েছে পার্টি অফিসে ফরেনসিক পরীক্ষা-সহ অন্যান্য যে কারণে তা বন্ধ রাখা হয়েছে, তা সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে? আগামী ২৩ নভেম্বর হাইকোর্টের নিয়মিত বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। সেদিনই বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে হবে। গত ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৯, ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস বন্ধ রয়েছে। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবীদের দাবি, অফিসের আলো-পাখা সবই চালু রয়েছে, তাতে বিদ্যুতের খরচ বাড়ছে। পুলিশি তদন্তের কথা বলে সেই অফিসে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, কলকাতা পুলিশের ডিসি জানিয়েছিলেন ফরেনসিক করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা হয়নি। তাই বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানতে চেয়ে আদালত পুলিশের থেকে রিপোর্ট তলব করুক। এই আর্জি জানিয়েই হাইকোর্টে যান তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত সেই মামলার শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। সেই মতোই এদিন রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। গত অগাস্ট মাসে তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের ৯ ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসের বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অশান্তি হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 November, 2026 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জঙ্গলের রাজত্ব

রাজ্যের পুলিশ এখন সবচেয়ে বেআইনি কাজ করে বেড়াচ্ছে। যাদের আইন প্রয়োগ করার দায়িত্ব দিয়েছে সংবিধান, তারাই বিজেপি সরকারের আমলে শুভেন্দুর পুলিশে পরিণত হয়েছে। পুলিশ এখন সংবিধান, আইন, আদালত কাউকেই মানে না। এবং কী আশ্চর্য, এসব দেখে আদালতও চলছে অদ্ভুত এক ভাবনা নিয়ে। অথচ আদালতেরই এইসময় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ধর্ষণ করে খুন। সর্বোচ্চ শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু তদন্ত, বিচার, না করে পুলিশ তাকে খুন করছে! এমনও তো হতে পারে অভিযুক্তের সঙ্গে আরও কেউ বা একের অধিক ব্যক্তি যুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হবে না! কে দেবে? যদি আসল অভিযুক্তকেই খুন করে দেওয়া হয়, তাহলে সাক্ষ্য কে দেবে? শুভেন্দুরা সাতের দশকের একের পর এক রাতের অন্ধকারে খুনের ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনছে। পুলিশকে যে চড় মারছে, যারা ঢিল মেরে লাঠি হাতে গন্ডগোল পাকাচ্ছে, তারা জামার বোতাম খুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর গ্রেফতার করা হচ্ছে আক্রান্তদের। এটাই ছ'মাস রাজত্বের বিজেপির পুলিশ। পুজোয় যারা আলো করে কমিটিতে, তারা ঘুরছে শুভেন্দুর পাশে। আর তাদের জন্যেই বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম চোরবাগানের প্যান্ডেলেই মারা গেলেন ১৯ জন। মর্মান্তিক। গ্রেফতার হচ্ছে কারা? ব্যর্থ পুলিশ, বিজেপির এমএলএ, বিজেপির জেলা সভাপতি বা শুভেন্দুর ভাইপো নয়। গ্রেফতার হচ্ছেন অসহায়, দরিদ্র বেসরকারি কর্মীরা, যাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। যাঁদের কিছুই করণীয় ছিল না! এটাই আক্ষরিক জঙ্গলের রাজত্ব।

e-mail থেকে চিঠি

বেড়েই চলেছে নারী নির্যাতন এবং এনকাউন্টারের ঘটনা

দুটোই প্রায় সমহারে ক্রমবর্ধমান বিজেপি শাসিত বঙ্গে, অন্যান্য ডাবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যের ঘরানায়। নারী নির্যাতন ও অবৈধ এনকাউন্টার। যাঁরা জোর গলায় সওয়াল করছিলেন পুলিশি হেফাজতে নারী নির্যাতনকারীদের বিনাশে হ্রাস পাবে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা, তাঁদের দাবি জোলো করে দিয়ে ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা সামলাতে পুলিশি ব্যর্থতার চিত্র। সোজাসুজি এবং সরাসরি। মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতার নিউ আলিপুরে এক তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে তিনজনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে পাকড়াও করেন পুলিশ নয়, স্থানীয়রাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পাকড়াও হওয়া ওই অভিযুক্তকে আটক করে নিউ আলিপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হন এক মহিলা চিকিৎসক। তিনি ছিলেন বাঁশদ্রোণীর বাসিন্দা। অভিযোগকারিণীর বয়ান অনুযায়ী, তাঁর স্বামী এবং বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাক্রোপলিসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। 'সিনেপলিস'-এ সিনেমা চলাকালীন ছ'জন যুবক তাঁদের ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। প্রতিবাদ করায় অভিযুক্তরা তাঁদের উপর চড়াও হন বলেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওই মহিলা। গত মাসে কলকাতার এক নামী হোটেলের লবিতে এক মহিলাকে আপত্তিকর ভাবে স্পর্শ ও হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন এক প্রৌঢ়। অন্যদিকে রাজ্যে ফের এনকাউন্টার। ছয় মাসে এই নিয়ে চতুর্থ এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটল রাজ্যে। কয়েকদিন আগে রায়গঞ্জে নাবালিকার খুন ও ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিল ১৩ বছর বয়সী নাবালিকা। পরবর্তী সময়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। ময়না তদন্তের পর জানা যায় তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পাল্টা পরিবারের পক্ষ থেকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় মামলা দায়ের করে রায়গঞ্জ থানায়। রায়গঞ্জ থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়ে এদিন ভোররাতে অভিযুক্তের খোঁজে গেলে অভিযুক্ত দিলীপ রায় বিহার সীমান্ত দিয়ে পালানোর সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার স্বার্থে পুলিশ গুলি চালায়। সেই গুলি লেগে তার মৃত্যু হয়েছে হয়েছে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর আগে বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জে একই ভাবে এনকাউন্টার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। এভাবেই জঙ্গলের রাজ চলবে পশ্চিমবঙ্গে? —**অনির্বাণ ধর, বেলঘরিয়া, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এই ছিল তবে এসবের পিছনে? গাঁটের কড়ি খরচ করে মোদির বন্ধুত্বের বিজ্ঞাপন!

অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের মতো ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মোদি কোলাকুলি, গলাগলি করে যতই দু'জনের অন্তরঙ্গতা দেখানোর চেষ্টা করুন না আদতে সবটাই সাজানো নাটক ছাড়া কিছুই নয়। ট্রাম্প বা হোয়াইট হাউস কর্তারা নিজের থেকে মোটেই মোদিদের সঙ্গে কথা বলেন না। মোদিদেরই মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে এজেন্ট নিয়োগ করে ট্রাম্পের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হয়। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

পয়সা ফেললে কী না কেনা যায়! লোকাল মার্কেটের এমএলএ থেকে ন্যাশনাল মার্কেটের এমপি, এমনকী ইন্টারন্যাশনাল প্রশংসা, সবই মেলে দেদার। হেরাফেরি করা যায় পরিসংখ্যানে, তা সেটা ভোটার সংক্রান্ত হোক কিংবা জিডিপির অথবা দূষণের মাত্রা বিষয়ক, কুছ পরোয়া নেই। সবই, সব্বাই বিক্রয়যোগ্য। এসব ব্যাপারে ক্রমাগত দক্ষতা দেখিয়ে চলেছে বিজেপির বিশ্বগুরু ও তাঁর চ্যালারা। তারই সাম্প্রতিকতম পর্দা ফাঁস হইচই ফেলে দিয়েছে গ্লোবাল পর্যায়ে।

খবরে প্রকাশ, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসা ও অভিনন্দন জোগাড় করতে ৫৬ ইঞ্চি ছাতিওয়ালা বিশ্বগুরুকে নাকি মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়েছিল। আর সেই টাকা যে দেশের মানুষের কষ্টার্জিত করের টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে টাকা দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নতি, সরকারি শিক্ষা, রুজি-রোজগার, কৃষকের ফসলের দাম পাবার ব্যবস্থা করার কথা ছিল সেই টাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ব্যবস্থা করেছেন। আমেরিকার দৌত্যকারী সংস্থা তথা লবিয়িং ফার্ম মার্কারি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স দাবি করেছে গত জুন মাসে নরেন্দ্র মোদিকে ভারতের সবচেয়ে বেশিদিনের প্রধানমন্ত্রী থাকার জন্য ট্রাম্পের অভিনন্দন পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তারা। সেটা অবশ্য বিনামূল্যে হয়নি। মোদি সরকারকে তার জন্য অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে। বস্তুত এই দৌত্যকারী সংস্থাকে নিজেদের প্রয়োজনেই নিয়োগ করেছে মোদি সরকারের বিদেশ দফতর। আমেরিকায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস মাসিক ৭৫ হাজার ডলারের বিনিময়ে এই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে।

অপর একটি লবিয়িং সংস্থা এসএইচডব্লিউ-র সঙ্গে মোদি সরকার চুক্তি করে এক বছরের জন্য। মাসে তাদের দিতে হয়েছে দেড় লক্ষ মার্কিন ডলার করে। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে থাকা জেসন মিলার এই সংস্থার প্রধান। এদের দাবি এরা গত মে-জুন মাসে হোয়াইট হাউসের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে মোদি সরকারের কর্তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই ঘটনাগুলি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মোদি যতই তাঁর প্রিয় বন্ধু, প্রাণের বন্ধু, ভাল বন্ধু বলে জাহির করলেও ট্রাম্প আদৌ তা মনে করেন বলে মনে হয় না।

অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের মতো ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মোদি কোলাকুলি, গলাগলি করে যতই দু'জনের অন্তরঙ্গতা দেখানোর চেষ্টা করুন না আদতে সবটাই সাজানো নাটক ছাড়া কিছুই নয়। ট্রাম্প বা হোয়াইট হাউস কর্তারা নিজের থেকে মোটেই মোদিদের সঙ্গে কথা বলেন না। মোদিদেরই মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে



এজেন্ট নিয়োগ করে ট্রাম্পের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হয়।

এর আগে আমেরিকা সফরে গিয়ে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে নজিরবিহীনভাবে মোদি স্লোগান দিয়েছিলেন 'অব কি বার ট্রাম্প সরকার'। তেমনি ট্রাম্পকে ভারতে অভূতপূর্ব সংবর্ধনার জন্য আয়োজন করেছিল 'নমস্তে ট্রাম্প' কর্মসূচি। কিন্তু তাতেও ট্রাম্পের বিশেষ মন গলানো গেছে বলে মনে হয় না। অপারেশন সিঁদুরের সময় মোদি তথা ভারতকে চূড়ান্ত অপদস্থ ও অপমান করে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন ট্রাম্প।

তেমনি শুল্ক সন্ত্রাসে ট্রাম্পের অন্যতম টার্গেট ছিল মোদির ভারত। রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়েও মোদি সরকারকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন ট্রাম্প। সেই ট্রাম্পের সঙ্গে ভাব করে নিজের প্রচারে আন্তর্জাতিক স্তরে আলো ফেলতে মরিয়া বিশ্বগুরু।

সোজা কথায়, মার্কিন আইন 'ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'-এর আওতায় জমা পড়া নথি সামনে আসতেই প্রকাশ্যে এসেছে এই কূটনৈতিক তৎপরতার খুঁটিনাটি। রিপোর্ট বলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের একেবারে 'ইনার সার্কেল'-এর লোকেদের নিজেদের পকেটে পুরতে জলের মতো টাকা ঢেলেছে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস। সেই বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্র।

নথি অনুযায়ী, ২০২৫ সালের মে ও জুন মাসে ভারতীয় প্রতিনিধি এবং হোয়াইট হাউসের শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে অন্তত আটটি গুরুত্বপূর্ণ ফোনালাপের ব্যবস্থা করেছিল মার্কিন লবিং সংস্থা 'এসএইচডব্লিউ পার্টনার্স'। সংস্থাটির মালিক ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জেসন মিলার। ২০২৫ সালের এপ্রিলে ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জেসন মিলারের সংস্থাকে নিয়োগ করে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি মাসে দেড় লক্ষ মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা ছিল সংস্থাটির। প্রাথমিকভাবে দু'বছরের জন্য এই চুক্তি করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বদলে যায় পরিস্থিতি। ২৩ জুন ২০২৫-এ জেসন মিলার ট্রাম্প প্রশাসনে 'স্পেশাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি' বা বিশেষ সরকারি কর্মচারী হিসাবে যোগ দেন। তার জেরে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তাঁর সংস্থার চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু চুক্তি বাতিল হওয়ার আগে যে কাজগুলি হয়েছিল, তার বিবরণই এখন সামনে এসেছে 'ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'-এর নথিতে।

নথি বলছে, ২০২৫ সালের মে মাসে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর ভারত সফরের আগে থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল জেসন মিলারের সংস্থা। ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফোনে কথা বলানোর ব্যবস্থা করা হয় মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট, ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইকেল নিডহ্যাম এবং আন্ডার সেক্রেটারি জিন ল্যাঙ্গের।

রুবিওর সফর শেষ হওয়ার পরও থেমে থাকেনি এই তৎপরতা। জুন মাসে ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয় ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ জেমিসন গ্রিয়ার, প্রেসিডেন্টের নীতিবিষয়ক সহকারী ওয়াকার ব্যারেট এবং হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ বিভাগের ডিরেক্টর স্টিভেন চেউংয়ের। সব মিলিয়ে মে ও জুন মাসে অন্তত আটটি উচ্চপর্যায়ের ফোনালাপের সমন্বয় করে 'এসএইচডব্লিউ পার্টনার্স'। অর্থাৎ, মার্কিন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদের যোগাযোগ তৈরির দায়িত্ব পালন করছিল একটি বেসরকারি লবিং সংস্থা। আর সেই কাজের জন্য প্রতি মাসে খরচ হচ্ছিল দেড় লক্ষ ডলার। অর্থাৎ, একদিকে জেসন মিলারের সংস্থাকে মাসে দেড় লক্ষ ডলার, অন্যদিকে মাকারি পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-কে ৭৫ হাজার ডলার। দুই সংস্থাকে মিলিয়ে প্রতি মাসে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি।

এই ঘটনাপ্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের ক্ষমতার অলিন্দে প্রভাব বাড়াতে ভারতীয় করদাতাদের বিপুল অর্থ খরচ হচ্ছে। কিন্তু সেই অর্থের বিনিময়ে ঠিক কতটা কূটনৈতিক সুবিধা মিলছে? তাতে ভারতের কী সুবিধে হচ্ছে?

উত্তর দিক বিশ্বগুরু। দেশ জানতে চায়।

জাগোবাংলা
রাজ্য
৫
১১ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার
11 November, 2026 • Wednesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in



মায়ের বিসর্জনে শহর ভিজল বৃষ্টিতে

এনডিএ বনাম ইন্ডিয়া, রাহুল বনাম মোদি নয়

লড়াই সর্বজনীন বনাম সীমিত ভোটাধিকারের





আজকের লড়াই শুধু কি দুটি রাজনৈতিক জোট বা দল কিংবা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে? না, আসল প্রশ্ন অন্য জায়গায়। আমরা কি প্রত্যেক নাগরিকের সমান ভোটাধিকারের পক্ষে, নাকি কিছু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষে? এটাই আজ ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের মূল প্রশ্ন। তা নিয়েই এই প্রতিবেদন। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শ্রীযুক্ত পারাকালা প্রভাকর-এর The South First ইংরেজি পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ। শ্রী প্রভাকর-এর অনুমতিক্রমে অনুবাদক, তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কৃশানু মিত্র।

NDA বনাম INDIA, মোদি বনাম রাহুল ভুলে যান। আসল লড়াই সর্বজনীন ভোটাধিকার বনাম সীমিত ভোটাধিকারের।

ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার নামে যে কাজ চলছে, বাস্তবে তার উদ্দেশ্য দেশের নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা আসলে রক্তপাতহীন এক ধরনের রাজনৈতিক গণহত্যা।

আজকের লড়াই আর দুটি রাজনৈতিক জোট, দুটি দল কিংবা দুজন নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আজকের লড়াই ভারতের দুটি ভিন্ন ভাবনার মধ্যে। একটি ভারত, যেখানে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে। অন্যটি এমন এক ভারত, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ভোটাধিকার থাকবে না।

বর্তমান সরকারকে যাঁরা নানা কারণে সমর্থন করেন, তাঁদেরও ভেবে দেখতে হবে, তাঁরা কি সীমিত ভোটাধিকারের পক্ষে?

আবার যাঁরা বর্তমান সরকারের বিরোধী, কিন্তু বিরোধী জোট বা তার কোনও নেতাকে বিশেষ পছন্দ করেন না, তাঁদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা কি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি ভারতের ধারণা বিসর্জন দিতে রাজি?

SIR-বিরোধী আন্দোলনকে শুধু INDIA জোটের সমর্থনে কিংবা NDA-র বিরোধিতায় পরিচালিত আন্দোলন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এই আন্দোলন রাহুল গান্ধীর সমর্থনে হয়েছে সেটাও ভাবা ঠিক নয়। একইভাবে মোদি-শাহের সরকারের বিরোধিতা করতেই হবে, এমন কোনও শর্তও নেই।

আজ আসল প্রশ্ন অন্য জায়গায়। আমরা কি প্রত্যেক নাগরিকের সমান ভোটাধিকারের পক্ষে, নাকি কিছু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষে? এটাই আজ ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের মূল প্রশ্ন।

বর্তমান সরকারের প্রতি কারও সমর্থন, সন্তুষ্টি, প্রশংসা কিংবা গর্বের কারণ থাকতেই পারে। কিন্তু এই লড়াইয়ে সেসব বিষয়কে উহ্য রাখতে হবে। একইভাবে মোদি সরকারের প্রতি কারও অসন্তোষ, বিরোধিতা কিংবা অভিযোগ থাকলেও আপাতত সেগুলিকে গৌণ রাখতে হবে।

SIR-এর বিরোধিতা করছেন যাঁরা, তাঁদের নিয়েও কারও আপত্তি বা সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু সেই আপত্তি বা সংশয়ও এই মুহূর্তে বড় বিষয় নয়।

মোদি সরকারকে যাঁরা সমর্থন করেন, কিংবা বিরোধী জোট ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলিকে যাঁরা সমর্থন বা বিরোধিতা করেন, প্রত্যেককেই আজ একটি বিষয়ের ভিত্তিতে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে হবে—তাঁরা সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে, নাকি সীমিত ভোটাধিকারের পক্ষে?

যাঁরা সীমিত ভোটাধিকার চান, তাঁরা অবশ্য প্রকাশ্যে সেই কথা বলতে সাহস পান না। তাই তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্যকে ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার নামে আড়াল করছেন। অনুপস্থিত, অন্যত্র চলে যাওয়া, একাধিকবার নাম থাকা কিংবা মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কথা বলে আসলে অন্য একটি উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা চলছে। এই ভোটার তালিকা শুদ্ধ করার অভিযানের আসল উদ্দেশ্য কী, তা মানুষের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁদেরই, যাঁরা ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে। এবার এই লড়াই হতে হবে ভারতের ভবিষ্যৎ এবং গণতন্ত্রের ধারণাকে সামনে রেখে। কে সরকার গঠন করবে, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, সেটা এখন মূল প্রশ্ন নয়।

NDA বনাম INDIA, মোদি বনাম রাহুল—এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের নাটক এবার বন্ধ হওয়া দরকার। অনেক দিন তো এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টেলিভিশনের প্রাইম টাইমে অনেক নাটক হয়েছে। এবার বাস্তব সমস্যার দিকে তাকানোর সময় এসেছে।

ভারত সার্বজনীন ভোটাধিকারের দেশ থাকবে, নাকি সীমিত ভোটাধিকারের দেশে পরিণত হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিথ্যা দাবি ইতিমধ্যেই প্রায় ১৪ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। SIR-এর এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে আরও অনেক মানুষের নাম বাদ পড়তে পারে।

তাই বিষয়টি আর শুধু মৃত ভোটার কিংবা বিদেশিদের নাম বাদ দিয়ে ভোটার তালিকা পরিষ্কার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে খবর ও তথ্য সামনে আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার পিছনে শুধু ভুল বা প্রশাসনিক গাফিলতি নেই। অনেক ক্ষেত্রে এই ঘটনা যেমন হাস্যকর, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

যাঁরা জীবিত, তাঁদের মৃত বলে দেখানো হচ্ছে। যাঁরা একটি এলাকায় জন্মেছেন, সেখানেই বড় হয়েছেন, বিয়ে করে সংসার করেছেন, সন্তান মানুষ করেছেন এবং আজও সেখানেই থাকেন, তাঁদের অন্যত্র চলে গিয়েছেন বলে দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

আবার যাঁদের অন্যত্র চলে গিয়েছেন বলে দেখানো হচ্ছে, তাঁদের নামও অন্য কোনও এলাকার ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে না।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর এখনও পর্যন্ত কতজন বিদেশি নাগরিক বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করেছে, তার কোনও সরকারি হিসাব প্রকাশ করেনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর সংসদে একাধিকবার জানিয়েছে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে তাদের কাছে কোনও তথ্য নেই।

অথচ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনৈতিক সভায় দাঁড়িয়ে দাবি করছেন, SIR-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আসা প্রায় ৩ কোটি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এখানেই বড় প্রশ্ন। ২০২৬ সালের ২৭ মে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও SIR-এ চিহ্নিত বিদেশি নাগরিকদের তালিকা নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী গঠিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ নির্বাচন কমিশন এখনও কার্যকর করেনি।

দেশের ২৬টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR হওয়ার পরেও নির্বাচন কমিশন বিদেশি নাগরিকদের কোনও সরকারি ও পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ করেনি।

একটি সংবাদমাধ্যম ২৬টি রাজ্যের মধ্যে ১১টি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে জানতে চেয়েছিল, কতজন বিদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬টি রাজ্য সংখ্যা জানিয়েছে। সব মিলিয়ে সেই সংখ্যা মাত্র ১৬০০।

তাঁদের প্রায় সকলেই নেপালের নাগরিক। এছাড়া আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন দুজন করে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া হিসাবের সঙ্গে এই তথ্যের পার্থক্য প্রায় ৩ কোটি! ঠিক ২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৮ জন।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি এই প্রকৃত সংখ্যা না জানেন, তাহলে সেটা আরও বড় প্রশ্ন। আর যদি তিনি জেনেশুনেই ৩ কোটি অনুপ্রবেশকারীর কথা বলে থাকেন, তাহলে তাঁকে মিথ্যা বলতেই হচ্ছে।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

ব্যর্থ মোদি সরকার সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা জিএসটি লুঠ

প্রতিবেদন : জিএসটি লুঠ হয়ে গেল সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা। ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে কেন্দ্র। কিছুই আটকানো গেল না। পরিকাঠামোর ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল কর ফাঁকি দেওয়া মানুষজন। গত দুই বছরের রিপোর্টে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

সম্প্রতি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব জিএসটি ইনটেলিজেন্স বা ডিজিজিআই। তা থেকে জানা যাচ্ছে, ওই বছর মোটা অঙ্কের জিএসটি ফাঁকি দেওয়া সংস্থার সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি। মোট কর ফাঁকি ২ লক্ষ ২৩ হাজার কোটি টাকার। ঠিক তার আগের অর্থবর্ষে, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ এ জিএসটি লুঠের অঙ্কটা পৌঁছে যাচ্ছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকায়! এই দুই বছরে কর ফাঁকি দেওয়া সংস্থার সংখ্যা প্রায় ৫১ হাজার। এত বড় লুট, এদিকে কর ফাঁকিতে গ্রেফতারির সংখ্যা দু'বছরে মাত্র ৪৬১ জন। শুধু ২০২৪-২৫ এই ২৩৮ জন। তাদের থেকে মোট উদ্ধারের পরিমাণ মাত্র ৬১ হাজার টাকা। এই হিসাবেই স্পষ্ট, জিএসটি লুটের টাকা ফেরাতে ব্যর্থ কেন্দ্র সরকার। সেইসঙ্গে লুটেরারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, জিএসটিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। তাদের বেলা কোনও ছাড় নেই।

জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকেই আইনি জটিলতা বেড়েছে। ছোট ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিএসটি থেকে যে বিপুল পরিমাণ কর আদায় করে দেশের উন্নয়নের বড় মুখ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নে বড়সড় ফাঁক রয়ে গিয়েছে। ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে বড় মাছিরা। ভুক্তভোগী শুধু সাধারণ মানুষ ও ছোট ব্যবসায়ীরা।

রাজ্য
11 November, 2026 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা

দুই বাইকের সংঘর্ষে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত রোডে বাইক দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক যুবকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম আরও তিনজন

মথুরাপুরে দু'বছরের শিশুপুত্রকে গলা টিপে খুন করল মা, গ্রেফতার

সংবাদদাতা, মথুরাপুর : নিজের পুত্রসন্তানকে গলা টিপে খুন মায়ের। মথুরাপুর থানার উত্তর দুর্গাপুর গ্রামের ঘটনা। দুই বছরের শিশুপুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ, নিজের দুই বছরের শিশুপুত্র রক্তিম হালদারকে গলা টিপে খুন করেছেন তার মা কেতকী হালদার। অভিযুক্ত মাকে গ্রেফতার করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ। তার বাবা রমেশ হালদার। অভিযোগ, সন্ধে প্রায় পাঁচটা নাগাদ এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।


পুত্রহন্তা মা। পাশে, শোকে মূহ্যমান পরিবার।

পরিবারের দাবি, কেতকী হালদার এর আগে প্রথম স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদ দিয়ে রমেশ হালদারকে বিয়ে করেছিলেন। তবে পরবর্তীতেও তাঁর আগের সংসারের ১৩ বছর বয়সি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন ওই নাবালকের সামনেই দুই বছরের শিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়।

পরিবারের আরও দাবি, ঘটনার পর ওই নাবালক বাড়ির লোকজনকে সমস্ত বিষয় জানায়। প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। এমনকী, শিশুটিকে হত্যার পর পুকুরে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। নাবালককে ভয় দেখিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল কি না, তা নিয়েও পরিবারের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ঘটনায় অভিযুক্ত কেতকী হালদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কী কারণে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, ঘটনার সময় ঠিক কী ঘটেছিল এবং পরিবারের তরফে ওঠা অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মাত্র দুইবছরের শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তর দুর্গাপুর গ্রামে শোক ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

শীতের ছন্দপতন ভাইফোঁটায় বৃষ্টি?

প্রতিবেদন : ভরা হেমন্তে হঠাৎই ছন্দপতন। কালীপুজোর আগে ভোরের দিকে যে হালকা শিরশিরে ভাব অনুভূত হচ্ছিল, তা আপাতত উধাও। উল্টে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার ভাইফোঁটার দিন রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। আকাশের মুখ ভার থাকায় এবং জলীয় বাষ্পের দাপট বেড়েছে। পূর্ব বিহার ও সংলগ্ন এলাকার ওপর অবস্থানরত একটি ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলীয় ঘূর্ণাবর্তের জেরেই রাজ্যের আবহাওয়ায় এই পরিবর্তন এসেছে। জলীয় বাষ্পের জন্য উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে রাতের তাপমাত্রাও বেশ খানিকটা বেড়েছে। বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলীয় ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাহাড় ও ডুয়ার্সের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের নীচের দিকের তিনটি জেলা মূলত শুষ্ক থাকবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা ও দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার ফের ভোলবদল হবে। মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হতেই ফের উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করবে এবং সপ্তাহান্তে পারদ পতন হবে।

চপস্টিক নাকি চুলের কাটা?
গড়িয়ায় লিভ ইন পার্টনার খুনে ধন্দ

প্রতিবেদন: গড়িয়ার ফরতাবাদে লিভ-ইন পার্টনার সার্থক সরকার (২৫) খুনের ঘটনায় তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। সার্থককে খুনের পেছনে ঠিক কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেই রাতে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার আড়ালে ঠিক কী ঘটেছিল, তা জানতে মঙ্গলবার সকালে ধৃত প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসু এবং তাঁর মা মৌমিতা বসুকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্তকারীদের অনুমান, সার্থকের গলায় খুব সরু ও সুচালো কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করার চিহ্ন মিলেছে। ফ্ল্যাট থেকে একটি রক্তমাখা চপস্টিক উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। অপরদিকে চিকিৎসকদের একাংশের অনুমান, ওই চপস্টিক কিংবা চুলের কাঁটার মতো কোনও সরু অস্ত্র দিয়েই গলায় আঘাত করা হয়েছিল, যার ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় সার্থকের। তবে ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত এ-বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হতে পারছেন না তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরার মুখে বারবার বয়ান বদল করছেন ধৃত আইনের ছাত্রী সঞ্চালিকা। প্রথমে তিনি দাবি করেছিলেন, দুর্ঘটনাবশত চশমার কাচ ভেঙে গলায় ঢুকে সার্থকের মৃত্যু হয়েছে। পরে আবার তিনি দাবি করেন, বচসার জেরে সার্থক নিজেই কাঁচি দিয়ে গলায় আঘাত করে আত্মঘাতী হয়েছেন। অন্যদিকে, জেরায় প্রায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসু। মা ও মেয়ের বয়ানে বিস্তর অসঙ্গতি থাকায় মঙ্গলবার ফরেনসিক দলকে সঙ্গে নিয়ে ফরতাবাদের ওই ভাড়া ফ্ল্যাটে যান তদন্তকারীরা। ফ্ল্যাটের বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ।

পরীক্ষার সূচি

প্রতিবেদন: আগামী বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষা। অন্যদিকে, দশম শ্রেণির আইসিএসই পরীক্ষা শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করল কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগ্‌জামিনেশনস। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আইএসসি পরীক্ষা শেষ হবে ৮ এপ্রিল এবং আইসিএসই পরীক্ষা শেষ হবে ৩১ মার্চ। এই বছর এক ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে আইসিএসই পরীক্ষার সময়। অধিকাংশ পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টায়। তবে কয়েক বিষয়ে শুরু হবে সকাল ৯টায়। আইএসসি পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে শুরু হবে। প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য বরাদ্দ থাকবে। দুপুর ২টো ১৫ মিনিট থেকে উত্তর লেখা শুরু করতে হবে। পরীক্ষার ফল এপ্রিল অথবা মে মাসে প্রকাশিত হতে পারে।

স্বামীজিকে অবমাননায় বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

প্রতিবেদন: প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সম্বলিত পোস্টারে 'ধর্ষক' ও অন্যান্য আপত্তিকর শব্দ লেখার অভিযোগে দুই ছাত্রীকে বহিষ্কারের ঘটনায় এবার নতুন মাত্রা যোগ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের একাংশ যখন প্রতিবাদে পথে নেমেছেন, তখন সেই তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পুত্রের নাম উঠে আসায় বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। ক্যাম্পাসের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি আদতে বিজেপি এবং তাদের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ক্ষমতার লড়াইয়েরই বহিঃপ্রকাশ। বহিষ্কৃত পড়ুয়াদের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রাজনৈতিক পোস্টারকে মনীষীর অবমাননা হিসেবে তুলে ধরে তাদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে। গোটা ঘটনা পদ্ম শিবিরের নিজস্ব অস্থিরতারই প্রমাণ। রাজ্যে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে গিয়ে বিজেপি ও এবিভিপির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক অশান্তি তৈরি হয়েছে, তারই আঁচ এসে পড়েছে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। একদিকে এবিভিপি এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, অন্যদিকে প্রশাসনের এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোদ উপাচার্যের পুত্রসহ সাধারণ পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা সই সংগ্রহ ও আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আড়াল করতে শিক্ষাঙ্গনকে এভাবে অশান্ত করে তোলায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দিতে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণা

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সরকারি কাজের বরাত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ এক সরকারি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রায় ১২ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে ওই ঠিকাদার। মেলেনি প্রাপ্য বকেয়া। যে কারণে মিনাখাঁ থানার দ্বারস্থ হন বাবুর আলি মিস্ত্রি নামে এক ঠিকাদার। অভিযুক্ত সরকারি ঠিকাদার বসুদেব মণ্ডল।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্বাস্থ্য দফতরের জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের একটি কাজের দায়িত্ব বাবুর আলী মিস্ত্রিকে দিয়েছিলেন বসুদেব মণ্ডল। কাজের সম্পূর্ণ বরাদ্দের অঙ্ক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হলেও, বাবুর আলির দাবি, তাঁকে এখনও পর্যন্ত ১৭ লক্ষ টাকার কিছু বেশি দেওয়া হয়েছে। বাকি প্রায় ১২ লক্ষ টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে। বারবার প্রাপ্য টাকা চেয়েও কোনও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে তাঁর। অবশেষে বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে মিনাখাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাবুর আলি মিস্ত্রি।

বিশ্বের দূষিততম ৫০ শহরের ৪৯টিই ভারতে

প্রতিবেদন : দূষণের নিরিখে বিশ্বের প্রথম ৫০টি শহরের তালিকায় ভারতেরই ৪৯টি। এর মধ্যে শীর্ষ রয়েছে রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর। উদ্বেগের বিষয় দূষণ কমাতে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে পাল্টা দায় ঝাড়তে চাইছে কেন্দ্র সরকার। অবিজেপি রাজ্যগুলির দিকে দোষ ঠেলতে চাইছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই দূষণ কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আটকে নেই। হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে উত্তরপ্রদেশ, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশের বাতাসে দূষণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে। উত্তর ভারতের একাধিক শহরের বাতাস এখন কার্যত বিষের সমান। অধিকাংশ শহরেই একিউআই ৪০০-র আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। ধূলিকণা ও দূষিত বাতাসের কারণে কার্যত শ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছে বহু জায়গায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির তালিকায় প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য দেশের। বাদ যায়নি রাজধানী দিল্লিও। ভারতের এই ভয়াবহ দূষণচিত্র সামনে আসতেই নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

শীর্ষে বিজেপি রাজ্য

রাজধানী দিল্লির অবস্থা স্বস্তিদায়ক নয়। সেখানে একিউআই ৩৯৩। বিশ্বের দূষিত শহরগুলির তালিকায় দিল্লির জায়গা ২৪ নম্বরে। তবে শুধু রাজধানীর পরিসংখ্যান দিয়ে দেশের দূষণ পরিস্থিতি বিচার করার আর কোনও সুযোগ নেই। কারণ, লুধিয়ানা, পাটিয়ালা, বুদৌন, জৌনপুর কিংবা গোরক্ষপুরের মতো শহরও এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। অর্থাৎ, দিল্লি থেকে বহু দূরের শহরগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫৪ মিনিটে শ্রীগঙ্গানগরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স পৌঁছয় ৮২১-এ। দ্বিতীয় স্থানে পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডা। সেখানে একিউআই ৬২৯। ৫৪৪ একিউআই নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে হরিয়ানার সির্সা। তালিকার চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে হরিয়ানার হিসার (৫১৬) এবং পাঞ্জাবের ফরিদকোট (৫০৬)। অর্থাৎ, প্রথম পাঁচটি শহরের প্রতিটিতেই দূষণের মাত্রা ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

জাগোবাংলা

আমার বাংলা

11 November, 2026 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭

১১ নভেম্বর ২০২৬

বুধবার

কালীপুজোর বিসর্জন ঘিরে বালুরঘাটে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। সামাল দিতে ব্যর্থ পুলিশ

রায়গঞ্জ ধর্ষণ-কাণ্ড: পুলিশের হাতে খুন, উঠছে একাধিক প্রশ্ন

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ



ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়।

কেন অভিযুক্তের উপর তড়িঘড়ি চলল গুলি? আব্দুলঘাটা ধর্ষণ-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের পুলিশের হাতে মৃত্যু নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে। পুলিশের গুলিতে অভিযুক্ত নিহত হওয়ার পর ঘটনার নিরপেক্ষতা ও পুলিশের কার্যপদ্ধতি নিয়ে যখন একাধিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মঙ্গলবার রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল।

পুলিশের দাবি অনুযায়ী, সোমবার ভোরে রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাড়ারপুকুর এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয় দিলীপ রায়। কিন্তু সচেতন মহলের একাংশের মতে, বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই এভাবে গুলিতে মৃত্যু আদতে বিচারব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার এক বিপজ্জনক প্রবণতা। দিলীপ রায় আব্দুলঘাটা নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল চক্রী হয়ে থাকলে তাকে জীবিত ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং ঘটনার নেপথ্যের প্রকৃত সত্য ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের নাম প্রকাশ্যে আনা পুলিশের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত ছিল বলে মত প্রকাশ করছেন সমালোচকরা। তথাকথিত 'সংঘর্ষের' নামে মূল অভিযুক্তকেই চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হল কি না, তা নিয়েও কানাঘুষো শুরু হয়েছে। ঘটনার পর সোমবারই তড়িঘড়ি দিলীপের দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরপর মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে এসে উপস্থিত হন রাজ্য ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকরা। তাঁরা মর্গে নিহতের দেহ পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরাসরি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই বিতর্কিত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। সেখান থেকে গুলির খোল, রক্তের দাগ এবং পারিপার্শ্বিক একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের এই নমুনাগুলি পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হবে।

আইনজ্ঞদের মতে, পুলিশের সঙ্গে সত্যিই সম্মুখসমরে গুলি চলেছিল, নাকি এটি পূর্বপরিকল্পিত ও সাজানো কোনও ঘটনা—তা ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট এবং নিহতের শরীরে বুলেটের প্রবেশ ও নির্গমন কোণ স্পষ্ট করে দেবে। এনকাউন্টারের স্থানে উভয় পক্ষের গুলির ব্যবধান এবং নিহতের অবস্থান খতিয়ে দেখাই এখন বিশেষজ্ঞদের প্রধান কাজ। ফরেনসিক দলের তৎপরতা বাড়লেও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন কিন্তু থামছে না। অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আদালতের মাধ্যমেই হওয়া বাঞ্ছনীয়—আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে এনকাউন্টারের সংস্কৃতিকে স্বাভাবিক করে তোলার এই প্রক্রিয়া প্রশাসনিক স্বচ্ছতার পরিপন্থী বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ফরেনসিক পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্টই এখন স্পষ্ট করতে পারবে, সেদিন পাড়ারপুকুরের ভোরে প্রকৃত লড়াই হয়েছিল, নাকি আত্মরক্ষার আড়ালে ঘটেছিল অন্য কিছু।

হল না চিকিৎসা আলিপুরদুয়ারে শিশুর মৃত্যু, ক্ষোভ



প্রতিবাদে হাসপাতালের বাইরে চলছে বিক্ষোভ।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : চিকিৎসার গাফিলতিতে এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। মঙ্গলবার দুপুরে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল ঝামেলা বাধে চিকিৎসক ও রোগীর পরিবারের মধ্যে। ফালাকাটা দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলীর বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর রাজকুমার মণ্ডলের দুই মাসের শিশুপুত্র শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে ৮ নভেম্বর ভর্তি হয় ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। পরদিন ৯ তারিখ সকাল ১০ টা নাগাদ শিশুটিকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মঙ্গলবার ফের ওই শিশুটি একই ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফের সকাল বেলা হাসপাতালের নিয়ে আসা হয়। সেখানে শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান যে, শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। তাই তাকে ভর্তি না করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর বাড়ির লোকজন শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে গেলে, সে ফের একই ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর দ্রুত শিশুটিকে ফের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চিকিৎসকরা শিশুটিকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তখনই শুরু হয় উত্তেজনা। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে চিৎকার শুরু করে পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। শিশুর পরিবার ঘটনায় দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে চিকিৎসায়গাফিলতির অভিযোগ এনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ফালাকাটা থানায়।পুলিশ ওই শিশুপুত্রের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়। শিশুর পিতা রাজকুমার মন্ডল বলেন,' চিকিৎসায় চরম গাফিলতি করে আমার দুইমাসের বাচ্চাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই।

ব্যর্থ বনদফতর মিলল না বাঘিনি



সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আগে একবার অসম থেকে ঘুরে আসা হয়েছে, তাই আসামের পথ সম্পূর্ণ চেনা রয়েছে বাঘিনির। সেকারণেই রবিবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রাকৃতিক ঘেরাটোপ থেকে সিঁদ কেটে বেরিয়ে সে সোজা হাঁটা শুরু করেছে আসামের দিকে। আর তার অসম সফর আটকাতে একেবারে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বক্সার জঙ্গলে নেমেছে বনকর্মীরা। আসামের দিকে যাবার জঙ্গলপথে ডুয়ার্সরানিকে আটকাতে, বনকর্মীরা এক প্রকার মানব প্রাচীর তৈরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে জঙ্গলে। যদিও ওই বাঘিনি এখনও বক্সার জঙ্গলের চুনিয়া ঝোরা এলাকায় রয়েছে। সেটির উপর নজরদারি চালানোর জন্যে বক্সা থেকে তিনটি কুনকি হাতি ভরত, সারথি আর ভিট্টালা আর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে কুঞ্জরেশ, দর্শন ও শৈলীকেও মোতায়েন করা হয়েছে ওই এলাকায়। ১৭০ জন প্রশিক্ষিত বনকর্মী টহল দিচ্ছে বনের কোনায় কোনায়। এতকিছুর পরেও বাঘিনিকে বক্সার জঙ্গলের ধরে রাখা যাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা।

শিকেয় পথ নিরাপত্তা মাথাভাঙায় মৃত দুই

সংবাদদাতা, কোচবিহার : শিকেয় পথ নিরাপত্তা। মাথাভাঙা–শীতলকুচি সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। দুটি মোটরবাইক ও একটি সাইকেলের সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুই ব্যক্তির। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার? না, দুর্ঘটনার নির্দিষ্ট দিন এখনও জানা যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাইশগুড়ি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথাভাঙা–শীতলকুচি সড়কের পশ্চিম বাইশগুড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে দুটি মোটরবাইক এবং একটি সাইকেল। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, তিনটি গাড়ির আরোহীরাই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধারের উদ্যোগ নেন। দুর্ঘটনায় মৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের নাম জয় দে (২৬)। তাঁর সঙ্গে একই মোটরবাইকে ছিলেন দীপঙ্কর সাহা (২৩)। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন দু'জনেই। তাঁদের মাথাভাঙা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, সাইকেল আরোহী বিশ্বনাথ সাহা (৫৫)-র অবস্থাও আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে রেফার করা হয়। কিন্তু কোচবিহারে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। অপর মোটরবাইকে থাকা রাজীব দাস ও বাবলু সিংও দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তাঁদের মাথাভাঙা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

জাগ্রত কালীর টানে ছুটে আসেন ভক্তরা

অনুস্মিতা সরকার • কোচবিহার



ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভক্তির মেলবন্ধনে দিনহাটার অন্যতম আকর্ষণ নাম নাই সংঘের বড় কালীপুজো। বড় কালীপুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল তান্ত্রিক মতে দেবীর আরাধনা। প্রচলিত রীতি ও ধর্মীয় আচার মেনে শ্মশানে গিয়ে পুজোর বিশেষ বিধি পালন করা হয়। বড় মায়ের কাছে পুজো দিতে এবং অঞ্জলি নিবেদন করতে পুজোর দিন থেকেই ভিড় জমান অসংখ্য সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ। দেবীর দর্শন পেতে দূরদূরান্ত থেকেও ছুটে আসেন ভক্তরা। অনেকের কাছেই এই বড় কালীপুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক বিশেষ ঐতিহ্য। এই পুজোকে কেন্দ্র করে দিনহাটার সংহতি ময়দানে বসে ১৫ দিনব্যাপী বিশাল মেলা। মেলাকে ঘিরেও থাকে বাড়তি আকর্ষণ। নাগরদোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা, হরেক রকমের দোকান এবং নানান সামগ্রীর পসরা নিয়ে হাজির হন ব্যবসায়ীরা। পুজোর পাশাপাশি মেলায় ঘুরতে আসা মানুষের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো। বড় মায়ের দর্শনের পাশাপাশি মেলার আনন্দ উপভোগ করেন ছোট থেকে বড় সকলেই। কার্যত পুজো ও মেলাকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতে ওঠেন দিনহাটাবাসী। পুজোর দিন বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের পর পরের দিন সকালে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে।

৫২ বছরের এই দীর্ঘ পথচলায় নাম নাই সংঘের বড় কালীপুজো আজ দিনহাটার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ভক্তির আবহ, তান্ত্রিক মতে পুজোর বিশেষত্ব এবং ১৫ দিনব্যাপী মেলার আকর্ষণ—সব মিলিয়ে বড় মায়ের আরাধনাকে ঘিরে প্রতিবছরই নতুন করে উৎসবে মেতে ওঠেন দিনহাটার মানুষ

আমার বাংলা
11 November, 2026 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



বিজেপির জঙ্গলরাজ, এবার জোর করে দোকানের শাটার নামানো হল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপির জঙ্গলরাজে এবার গরিবের পেটে লাথি। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে জোর করে দোকান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই একটি দোকানে গিয়ে শাটার নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের প্রান্তিকা পাঁচমাথা মোড়ে। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের প্রান্তিকা পাঁচ মাথা মোড়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের পাশেই রয়েছে ওই দোকানটি। দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন পরিষেবা দেওয়া হয়। দোকানটিকে ঘিরে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে দোকানে গিয়ে শাটার নামিয়ে দেওয়া হয়। তবে দোকান মালিকের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোনও অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয় না বলেও দাবি করেন তিনি। দোকানের মালিক মুকেশকুমার সাউ জানান, প্রায় এক বছর ধরে তিনি ওই দোকান চালাচ্ছেন। আগে সেখানে মোমোর ব্যবসা ছিল। বর্তমানে অনলাইন পরিষেবার কাজ করেন। তাঁর কথায়, দোকান নিয়ে অযথা মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই ঘটনায় বড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কোনও দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার তদন্ত করার দায়িত্ব প্রশাসন ও পুলিশের। অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কীভাবে জোর করে একটি দোকান বন্ধ করে দিতে পারেন? আইনের উপর ভরসা না রেখে এভাবে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কি কারও রয়েছে? অভিযোগ সত্যি হলে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পথ খোলা রয়েছে। সেখানে প্রমাণ ছাড়া জোর করে দোকানের শাটার নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বিজেপির ভূমিকা র নিন্দা করছেন সাধারণ মানুষ। তাদের বক্তব্য, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি তো জঙ্গলরাজ শুরু করেছে।



দোকানে ঢুকে বিজেপি কর্মীদের হম্বিতম্বি চলছে।

দুর্গাপুর

এটিএমে ঢুকে দুই যুবকের জালিয়াতি, ধরতে যেতেই পালিয়ে গেল জঙ্গলে

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কের এটিএমে জালিয়াতি! ব্যাঙ্কের মহিলা কর্মীরা ধরতে যেতেই পগারপার দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীদের ধরতে শেষ পর্যন্ত জঙ্গল ঘিরে ফেলল পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বিকেলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকায়। অভিযোগ, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে হাজার হাজার টাকা তুলে নিচ্ছিল দুই যুবক। এরপরই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে গিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিল, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হলেও এটিএম থেকে কোনও টাকা পাওয়া যায়নি। এভাবেই চলছিল প্রতারণার কারবার। এটিএমের সিসি ক্যামেরা আড়াল করত আরও এক যুবক। মঙ্গলবার ব্যাঙ্ক কর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করতেই পালিয়ে যায় দুই যুবক। আশ্রয় নেয় সিটি সেন্টার সংলগ্ন নব ওয়ারিয়ার জঙ্গলে। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মীদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই দুই যুবক বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড নিয়ে এসে টাকা তুলছিল। একদিন ৬০ হাজার টাকা তুলে নেয়। এরপর শনিবার ফের একই কায়দায় চারবার এটিএম কার্ড ব্যবহার করে ৪০ হাজার টাকা তুলে নেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, টাকা তোলার পরই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে গিয়ে ওই যুবকরা জানাচ্ছিল, তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে, অথচ এটিএম থেকে কোনও টাকা বের হয়নি। অভিযোগের সূত্র ধরেই ব্যাঙ্কের কর্মীদের সন্দেহ হয়, পরিকল্পিতভাবে এটিএমের লেনদেনকে হাতিয়ার করে প্রতারণা চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফের একাধিকবার অন্য ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড নিয়ে মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কের এটিএমে হাজির হয় দুই যুবক। পরপর টাকা তোলার ঘটনায় সন্দেহ আরও বাড়ে ব্যাঙ্ক কর্মীদের। দুই যুবককে ঘিরে ধরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন কর্মীরা। তাদের মধ্যে এক যুবককে আটকানোর চেষ্টা করেন মহিলা কর্মীরা। কিন্তু তাঁদের নাগাল এড়িয়ে পালায় অভিযুক্তরা। ব্যাঙ্ককর্মীদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তাড়া খেয়ে দুই যুবক সিটি সেন্টার সংলগ্ন নব ওয়ারিয়ার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এরপর জঙ্গল ঘিরে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।



সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে জালিয়াতদের ছবি।

মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক

ভয় ইন, কালীপুজোর নামে বিজেপি নেতাদের তোলাবাজি

সংবাদদাতা, বহরমপুর : প্রতিশ্রুতিই সার, চাঁদার জুলুম বাজির অভিযোগ উঠল খোদ বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে। কোথাও আড়াই, কোথাও তিন লক্ষ টাকা কালীপুজোর চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ উঠল বহরমপুর ব্লকে। বড় বড় কালীপুজোর আয়োজনে পদ্ম শিবিরের নেতাদের নাম সামনে সারিতে চলে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা বিজেপি। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে চিকিৎসকদের কাছেও ৫০ হাজারের ঊর্ধ্বে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার তাবড় দুই নেতা ওই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ। বিরোধীদের বক্তব্য কোথায় ভরসা ইন, এখন তো ভয় ইন হয়ে গিয়েছে! পালা বদলের পরেই আসল রূপ ধরেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদার রশিদ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বহরমপুর শহরের আশেপাশে বিভিন্ন বড় বড় পুজো কমিটির সঙ্গে জড়িত কিছু বিজেপি নেতা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে আড়াই- তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। সেই সমস্ত নেতাদের কেউ চটাতে চাইছেন না বলে মুখ বুজে চাঁদার দাবি মেটানোর চেষ্টা করেছে অনেকেই। কেউ কেউ নিরুপায় হয়ে অন্য নেতাদের কাছেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। ওই ঘটনায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। জেলা বিজেপির এক বিধায়ক জানিয়েছেন, আড়াই-তিন লক্ষ টাকার চাওয়ার রশিদ তিনিও পেয়েছেন। ওই সমস্ত নেতাদের নাম রয়েছে পুজোর পোস্টারে। বড় পুজো করার জন্য চাঁদার প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু এভাবে জুলুম ঠিক নয়। এদিকে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে সেই প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধী শিবির জানিয়েছে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ,সেটা এখন প্রমাণ হচ্ছে। বিশেষ করে যারা সনাতনী বলে নিজেদের জাহির করছেন তারাই সনাতনীদের ওপর একপ্রকার অত্যাচার শুরু করেছেন।



এই ধরনের বিলই দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

ছবি দিয়ে ফাঁস করলেন অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

অভিষেক সমাজ মাধ্যমে আরও লেখেন, একজন অফিসারকে থাপ্পড় মারার অভিযোগে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীকে কলকাতা পুলিশ কেন এখনও গ্রেফতার করতে পারছে না, বলতে পারেন? ওই ব্যক্তির ছবি পোস্ট করে অভিষেক লেখেন– এর নাম রতিকান্ত বেহুরিয়া। তৃণমূল সাংসদের প্রশ্ন, কে তাকে রক্ষা করছে? কী এমন বিষয় যা তাকে এভাবে বাইরে রেখে দিয়েছে? কেন সে এখনও মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? তৃণমূল সাংসদ লেখেন, বর্তমান সময়ে বহুল প্রচারিত 'এনকাউন্টার মডেল' এখন কোথায় গেল? শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি লেখেন, কোনও পুলিশ অফিসার শারীরিক ভাবে নিগ্রহের শিকার হলে কি সেটা প্রয়োগ করার কথা ছিল না? নাকি রাজনৈতিক যোগসূত্রের ওপর ভিত্তি করে নিয়মগুলো হঠাৎ বদলে যায়? আইন কি তার নিজস্ব গতিতে চলছে, নাকি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অভিযুক্তকে আড়াল করছে? কলকাতা পুলিশের বাংলার জনগণের এর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এই বধির করে দেওয়া নীরবতার জন্য কলকাতা পুলিশকে ধিক্কার!

৭ তারিখের রাতের ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি শ্রীদীপ দাস, ৭৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তৌসিফ-সহ আরও একজনকে কালীঘাট থানার পুলিশ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনের জন্য তাঁর যারা সহকর্মী কয়েকটি পোস্টার লাগাচ্ছিলেন, তখন বিজেপির গুন্ডাবাহিনী তাঁদের উপর আক্রমণ করে। শ্রীদীপরা আক্রান্ত হলেন, রক্তাক্ত হলেন, উলটে তাঁদের আজ পুলিশি হেফাজতে থাকতে হচ্ছে! অথচ সেদিন যে ব্যক্তি (রতিকান্ত বেহুরিয়া) পুলিশকে চড় মারলেন তিনি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মমতা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

(প্রথম পাতার পর)

কংগ্রেস ভেঙে সতীর্থদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম করেন। নতুন দল তৈরি করেন এবং একক নেতৃত্বে দলকে প্রতিষ্ঠা করেন। মমতা আমার বিরোধী রাজনৈতিক দলের হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এবং দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতস্তরে সম্পর্ক রয়েছে। মমতা একজন পরিশ্রমী, দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও কৌশলী রাজনীতিবিদ। যিনি পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিসরে নিজের নাম উজ্জ্বল করেছেন।

এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোনিয়া গান্ধী ভালবাসেন। অন্যদিকে দিদিও সম্মান করেন সোনিয়া গান্ধীকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দিরা গান্ধীর ভক্ত ছিলেন। রাজীব গান্ধী তাঁকে পছন্দ করতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। রাজীব গান্ধী জীবিত থাকলে রাজ্যে অনেক আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে পরিবর্তন আসত। পরবর্তী সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা দল করেছেন। কিন্তু গান্ধী পরিবারের প্রতি, বিশেষত সোনিয়া গান্ধীর প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। সোনিয়া গান্ধী তাঁর বইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা যদি দেখিয়ে থাকেন, তাহলে তো সেটা ভাল লাগারই কথা।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
11 November, 2026 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
১১ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

ভাইফোঁটায় দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির স্পেল চলবে। দুই মেদিনীপুর সহ অন্যান্য জেলাতেও হবে বৃষ্টি

পূর্বস্থলীতে কালীপুজোর রাতে তিন মন্দিরে চুরি, প্রশাসন নির্বিকার

প্রতিবেদন : কালীপুজোর রাতে একের পর এক চুরি। প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে। জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতেই পরপর তিনটি কালীমন্দির থেকে প্রতিমার সোনা এবং রুপোর গয়না চুরি হয়। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-২ ব্লকের নিমদহ পঞ্চায়েতের ছাতনি এলাকার ঘটনা। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।


মায়ের গয়না চুরি যাওয়ার পরে উদ্বেগে পরিবারের সদস্যরা।

ছাতনি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বাস পরিবারের কালীপুজো দীর্ঘদিনের। রবিবার রাতে ওই মন্দির থেকে প্রতিমার মুকুট, টিকলি, জিভ, কানের দুল ও হাতের বালা চুরি হয়ে যায়। পাশেই রয়েছে দাস পরিবারের কালীমন্দির। এ বছরই নতুন করে মন্দিরে দরজা লাগানো হয়েছিল। রাতে সেই দরজার তালা ভেঙে ঠাকুরের সব গয়না নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। একই রাতে এলাকার আরও একটি কালীমন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। কয়েক দিন আগেই পূর্বস্থলী থানার শ্রীরামপুর এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার কিনারা না হতেই আবার তিনটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাসিন্দারা।

কালীপুজোর রাতেই পুড়ে ছাই ২০ দোকান

মুর্শিদাবাদ


দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন।

প্রতিবেদন : কালীপুজোর উৎসবের রাত মুহূর্তে বদলে গেল আতঙ্কে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা মোড়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছাই হয়ে গেল একের পর এক দোকান। ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনের গ্রাসে অন্তত ১৫-২০টি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। কাপড়, ফল থেকে মুদিখানা বিভিন্ন ধরনের দোকান পুড়ে যাওয়ায় কার্যত সর্বস্বান্ত বহু ব্যবসায়ী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে ফুলতলা মোড় এলাকার একটি দোকান থেকে প্রথম আগুনের সূত্রপাত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানগুলিতে। দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে একের পর এক দোকান। আগুনের তীব্রতা দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে তাঁরাই জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চার-পাঁচটি দমকলের ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণ ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে দোকানগুলির ভিতরে থাকা সমস্ত সামগ্রী, আসবাবপত্র ও পণ্য পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, দোকান থেকে মালপত্র বের করার সুযোগটুকুও পাননি ব্যবসায়ীরা। কীভাবে আগুন লেগেছে, এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক ভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। নির্দিষ্ট করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

ঠাকুর দেখে ফেরার পথে মৃত ৩ যুবক

বাঁকুড়া



প্রতিবেদন: বাঁকুড়ার রাস্তায় পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পুরুলিয়ার তিন যুবক। মধ্যরাতে প্রবল গতিতে বাইক চালানোই কাল হল। প্রবল গতিতে সেই বাইক গিয়ে ধাক্কা মারে বিদ্যুতের খুঁটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ৩ তরুণের। কালীপুজোর উৎসব আবহে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার ইন্দপুরে। মৃত তিনজনের বাড়ি মানবাজার এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

জানা গেছে, মৃত তিনজনের বয়সই ১৯-২০ বছরের মধ্যে। মৃতরা হলেন সুমন মাহাতো, আকাশ সিং ও সুমন কুমার চাঁদ। তিনজনই একটি বাইকে করে জুনবেদিয়া এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম গতিতে সেই বাইক চালানো হচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ধারে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। সংঘাত এতটাই জোরে হয়েছিল, তিনজনেই বাইক থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। তিনজনের বাড়ি পুরুলিয়ার মানবাজার জেলায়।

কালীপুজো দেখতে বাঁকুড়ায় বাইক নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। সোমবার মধ্যরাতে সেই বাইক নিয়েই বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় রাতে অন্ধকার ছিল। পাশাপাশি বাইকও যথেষ্ট জোরে চলছিল বলে খবর। তিনজনের কারও মাথায় হেলমেটও ছিল না। ধাক্কায় রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজন ধারে ছিটকে যায়। রাতে তীব্র আওয়াজ পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এলাকার মানুষজন। খবর দেওয়া হয় ইন্দপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন সুমন মাহাতো ও সুমন কুমার চাঁদের আগেই মৃত্যু হয়েছে। আকাশ জীবিত ছিল। চিকিৎসা শুরু হলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পুরুলিয়া থেকে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছন। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভোগের বাসন চুরি স্টোর রুম ভেঙে

প্রতিবেদন: কালীপুজোর পরে ভোগ বিতরণ শেষ করে বাসনপত্র ধুয়ে স্টোর রুমে রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। পরেরদিন সকালে মন্দিরে এসে তিনি দেখলেন, সেই স্টোর রুমের তালা ভাঙা। দুষ্কৃতীরা সমস্ত বাসনপত্র চুরি করে পালিয়েছে। দুঃসাহসিক এই চুরির ঘটনা ঘটেছে দুর্গাপুরে অম্বুজা নগরীতে ভবানী পাঠকের কালিমন্দিরে। চুরির ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে এই প্রথম নয়। এর আগে দু'বার মন্দিরের স্টোর রুমের তালা ভেঙে ঠাকুরের বাসনপত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এবারও একই ঘটনা ঘটল। জানা যায়, প্রায় আড়াই দশক আগে অম্বুজা নগরী গড়ে ওঠে। তার আগে এখানে জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভবানী পাঠক। ব্রিটিশ আমলে বহু বিপ্লবী এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিতেন।

মণ্ডপে, মন্দিরে ঘুরছেন জীবন্ত মা কালী



প্রতিবেদন : ঘন অন্ধকার রাতে জঙ্গলের পথে হেঁটে চলেছেন স্বয়ং মা কালী! আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে এমন দৃশ্য দেখে থমকে গেলেন গ্রামবাসীরা! চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু'পাশে শাল, পিয়াল আর মহুয়ার ঘন জঙ্গল। তারই মাঝখান দিয়ে চলেছেন মা কালী! কখনও গ্রামের পথ, কখনও কালীমন্দির, আবার কখনও পুজোমণ্ডপে হাজির হচ্ছেন তিনি। প্রথম দেখায় অলৌকিক মনে হলেও, এর পিছনে রয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে কালীপুজোর রাতে এমনই চমক দিল আউশগ্রাম জঙ্গলমহল প্রেস ক্লাব। কালীর এক মানব মডেলকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দির ও পুজোমণ্ডপ পরিক্রমার আয়োজন করেন উদ্যোক্তারা। আঁকাবাঁকা জঙ্গলপথে রাতের অন্ধকারে এই ব্যতিক্রমী শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিড় জমান বাসিন্দারা।

দিন দিন বাড়ছে জনপ্রিয়তা, পুজোর থিমেও এবার রামলাল

প্রতিবেদন : জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে তার নামে চালু হয়েছে বাস। তাকে ঘিরে জঙ্গলমহলের মানুষের উৎসাহ কম নয়। এমনকী তার নানা কীর্তি-কাহিনীর পরিচয় সামনে আসায় জঙ্গলমহলে বেড়াতে আসা পর্যটকেদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে প্রবল উৎসাহ থাকে। তিনি জঙ্গলমহলের একচ্ছত্র হস্তীসম্রাট রামলাল। তার যে কোনও কাজেই সবার নজর টানে। তা সে রাস্তায় লরি আটকে তার থেকে চাল, আলুর বস্তা নামানোই হোক, কারও গুদামে হানা গিয়ে ধান খাওয়া হোক বা কোনও হাতির সঙ্গে লড়াই। জনপ্রিয় রামলালের এ হেন কাজ সাধারণের কাছে দুষ্টুমি ছাড়া কিছু নয়। মাস কয়েক আগেই রামলালের জনপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে তার নামে চালু হয়েছে বাস। এবার আবার সে ভিন্ন রূপে। রামলালকে থিম করে তৈরি হয়েছে কালীপুজোর মণ্ডপ। ঝাড়গ্রামের বিনপুর ২ ব্লকের শিলদা শ্রমিক সঙ্ঘ ক্লাব এবার মণ্ডপ তৈরিতে রামলালের



স্মরণে। রামলালের মতোই বিশাল মণ্ডপে রয়েছে জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী রক্ষার বার্তা। যা দেখে অনেকেই মনে করছেন, ঝাড়গ্রামে রামলালের নামে এমন অনেক কিছুই গড়ে উঠতে পারে। জানা গিয়েছে, শিলদা শ্রমিক সঙ্ঘ ক্লাবের পুজোর বয়স এবার ৪৪ বছর। বহুদিন ধরেই ক্লাবের সদস্যদের পরিকল্পনা ছিল রামলালের আদলে মণ্ডপ করা হবে। জঙ্গল কেটে গড়ে উঠছে রিসর্ট। লোকালয়। কমে যাচ্ছে বন্যপ্রাণীর বাসস্থান। দেখা যাচ্ছে খাদ্যের সঙ্কট। জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে বন্যপ্রাণীরা। রামলালকে সেইভাবে প্রায়ই দেখা যায় লোকালয়ে।

মণ্ডপের এক ধারেই বাঁশ, দড়ি, কাপড়, পিচবোড, রং দিয়ে রামলালের বিরাট প্রতিকৃতি। চারপাশে রয়েছে জঙ্গল। মণ্ডপ জুড়ে জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী রক্ষার নানা সচেতনতামূলক ছবি। পুজোয় চার দিন ধরে আয়োজিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রামলালের বয়স আনুমানিক ৫০ থেকে ৫৫ বছর। শান্ত স্বভাবের হাতিটিকে এলাকার লোকজন বেশ পছন্দও করেন।

দিল্লি দরবার

11 November, 2026 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

সাধারণ মানুষের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও জেদ ধরে বসে রইল মোদি সরকার। শুধুমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যে নয়, গোটা দেশেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর পথে কেন্দ্র। বুঝিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় আইন ও সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

বিহার সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

৪৮ ঘণ্টার বেশি হেফাজতে থাকলেই সাসপেন্ড অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি : আলাদা করে আর কোনও সাসপেনশন নোটিশ জারি করার দরকার নেই। কোনও সরকারি কর্মীকে গ্রেফতারের পরে ৪৮ ঘণ্টার বেশি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখা হলে সাময়িক বরখাস্ত বলে গণ্য করতে হবে তাঁকে। স্পষ্ট জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে বিহার সরকারের ভূমিকা নিয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিচারপতিদের বেঞ্চ। দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত এক সরকারি কর্মী জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরে ফের তার আগের কর্মক্ষেত্র ওই হাসপাতালেই একই পদে নিয়োগ করেছিল বিহার সরকার।



বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চে শুনানি হয় ওই মামলার। সরকারি হাসপাতালটির ম্যানেজার তথা প্রশাসনিক আধিকারিকের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি। তাতেই ওই পর্যবেক্ষণ বিচারপতিদের।

কী ছিল মামলাটি? ওই সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক ব্যক্তির ৩৬ হাজার ৪২১ টাকা বেতনের বিল পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ৪ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই আইনি পদক্ষেপ করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। মামলা করা হয় দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৭(বি) ধারায়। গ্রেফতারও করা হয়। কিন্তু পরে তিনি জামিন পান দায়রা আদালত থেকে। পাটনা হাইকোর্টে সেই জামিনকে চ্যালেঞ্জ জানান অভিযোগকারী। দায়রা আদালতের মঞ্জুর করা জামিন বাতিল করে দেয় পাটনা হাইকোর্ট। অভিযুক্তকে ফের হেফাজতে পাঠানো হয়। এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত। কিন্তু মামলার নথি খতিয়ে দেখে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়,ওই সরকারি কর্মী ১৫ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। সরকারি নিয়ম বলছে, গ্রেফতারের পরে ৪৮ ঘন্টার বেশি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকলে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলে গণ্য করা হবে। এরজন্য কোনও আলাদা নির্দেশ জরুরি নয়। তা ছাড়া মামলার ঘটনা গুরুতর হলে জামিন নাকচ করা যেতেই পারে।

বাজি নিয়ে বচসা, গুলিবিদ্ধ রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী জওয়ান

বাগপত : যোগীরাজ্যে নিরাপত্তা নেই রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী বাহিনীর জওয়ানেরও। বাজি পোড়ানো নিয়ে বচসার জেরে মাথায় গুলি লেগে গুরুতর জখম হলেন সেনা জওয়ান সৌরভ তোমর(২৬)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দীপাবলির রাতে বাগপতের গোপালপুর খারানা গ্রামের ঘটনা। 'প্রেসিডেন্ট বডিগার্ড' হিসেবে কর্মরত সৌরভ গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন দু'দিন আগে ছুটি নিয়ে। দীপাবলির রাতে বাড়ির সামনে ভাইদের নিয়ে বাজি ফাটানোর সময় প্রতিবেশী দুই ভাই ধীরজ ও মনুর সঙ্গে বচসা বাধে তাঁর। দেশি পিস্তল থেকে গুলি চালায় ধীরজ। গুলি লাগে সৌরভের মাথায়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে অপারেশন করে গুলি বের করার পরে সৌরভ এখন কিছুটা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত দুই ভাই ফেরার।

ভয়াবহ দূষণে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি-সহ চার রাজ্যের রিপোর্ট তলব দু'সপ্তাহে

নয়াদিল্লি : রাজধানী দিল্লিতে গাড়ির ধোঁয়া থেকে ছড়ানো দূষণ রুখতে কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট তা দুসপ্তাহের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দিল দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা সরকারকে। নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ। এদিকে তৃণমূল অভিযোগ করেছে, দীপাবলিতে দিল্লির দূষণের মনিটর রহস্যজনকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল দীপাবলির রাতে। অথচ বেসরকারি পরিমাপক স্টেশনগুলোতে তখন ১৫০০ ছাড়িয়েছে একিউআই। তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখেল সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, ভয়াবহ দূষণ গোপন করতেই কি এই প্রতারণা? গোড়া পোড়ানোর জন্য পাঞ্জাবের কৃষকদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর লক্ষ্যেই কি দিল্লির মন্ত্রীর এই পরিকল্পনা? জবাব দিতে হবে পরিবেশমন্ত্রীকে। অন্যদিকে মৌসম ভবন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ধোঁয়াশা সরে গিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দীপাবলির দু'দিন পরেও মঙ্গলবার সকালেও রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক বা একিউআই ছিল ২৯৯। অর্থাৎ 'খারাপ'ই। আসলে সুপ্রিম

মনিটর বন্ধ কেন, জানতে চায় তৃণমূল

কোর্টের সময়সীমা এবং বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে এবারে লাগামছাড়া বাজি পুড়েছে দিল্লি এবং লাগোয়া অঞ্চলে। পরিণতিতে গত ৫ বছরের মধ্যে এবারে সবচেয়ে দূষিত দীপাবলির সাক্ষী থাকলেন রাজধানীর মানুষ। সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ডেরই তথ্য বলছে, দীপাবলিতে দিল্লির গড় বায়ুমান সূচক পৌঁছে গিয়েছিল ৩৭৬এ। যা ২০২১ সালের পরে সর্বোচ্চ। শহরের ২৬টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ১৯টিতেই গত বছরের তুলনায় শব্দের মাত্রা বেড়েছে কয়েকগুণ। শহরের ৫১ টি নজরদারি কেন্দ্রের মধ্যে ১৪টিতে বাতাসের মান দাঁড়িয়েছিল 'অতি ভয়ানক'। ৩৩টিতে খুবই 'খারাপ স্তরে'। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক সুইস সংস্থা আই কিউএয়ার সোমবার সকালে দিল্লির বায়ুকে 'ভেরি আনহেলদি' বলে চিহ্নিত করে। বাতাসে ফুসফুস ভেদকারী অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণার ঘনত্ব ছিল প্রতি ঘনমিটারে ১৭০ মাইক্রোগ্রাম, যা 'হু'এর বার্ষিক নিরাপদ সীমার চেয়ে ৩৪ গুণ বেশি।

কীভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে আদালতের নির্দেশ? একটা উদাহরণেই স্পষ্ট। পূর্ব দিল্লির জেলাশাসকের নির্দেশ ছিল, শুধুমাত্র ৭ ও ৮ নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে ৭টা এবং রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট জায়গায় সবুজ বাজি পোড়ানো যাবে। নিষেধাজ্ঞা ছিল হাসপাতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩০০ মিটারের মধ্যে বাজি পোড়ানো। কিন্তু প্রীতমপুরা, বুরারি, ময়ূর বিহার-সহ বিভিন্ন জায়গায় বাজি নিষিদ্ধ ফেটেছে সারারাত।

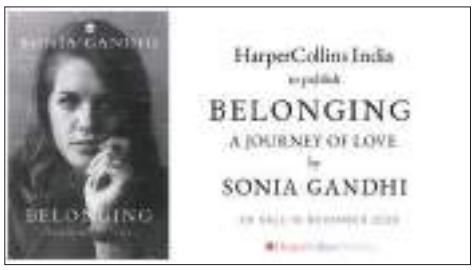
মনমোহনকে সরিয়ে দিয়ে শীর্ষপদে বসার প্রবল ইচ্ছা ছিল প্রণবের!

নয়াদিল্লি : কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলেন সোনিয়া গান্ধী। আলতো করে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন প্রসঙ্গটা। উনি(প্রণব মুখোপাধ্যায়) বলেছিলেন, হয়তো সরকারের শীর্ষে বদলের সময় এসেছে। সোনিয়ার কথায়, আমার মনে হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে থেকেই এ কথা বলছেন তিনি। আমি আলতো করে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিই। হয়তো হতাশ হয়েছিলেন উনি। কিন্তু সেজন্য আমার প্রতি তাঁর কোনও ক্ষোভ ছিল বলে কখনও বুঝতে দেননি। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী ' বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ'। এই বইতেই তিনি তুলে ধরেছেন সেই অজানা তথ্য। যে তথ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মনমোহন সিংকে সরিয়ে শীর্ষপদে বসতে চেয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। উঠে এসেছে আরও এক অজানা তথ্য, ২০০৬ এর ২৪ সেপ্টেম্বর নৈনিতালে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোর

নিজের বইতে ফাঁস করলেন সোনিয়া

মুখ্যমন্ত্রীদের দু'দিনের সম্মেলনের শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিলেন সোনিয়া গান্ধী এবং মনমোহন সিং। সাংবাদিকরা মনমোহনকে প্রশ্ন করলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে কি উপপ্রধানমন্ত্রী করা হবে? আগে থেকে সম্ভবত কিছু আঁচ করেই মনমোহনকে উত্তর দিতে না দিয়ে মাইকটা কার্যত কেড়ে নিয়েছিলেন সোনিয়া। দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও উপপ্রধানমন্ত্রী থাকবে না। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার ৪ বছর পরে সরকারের শীর্ষে বদলের কথাটা যে তুলেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় নিজেই, তা আত্মজীবনীতে স্পষ্ট করে দিলেন সোনিয়াই। তবে সোনিয়া এমন দাবিও করেননি, নিজেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়।

প্রণবের দক্ষতায় যথেষ্ট আস্থা এবং ভরসা থাকলেও ২০০৪ সালে মনমোহন সিংকে কেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সোনিয়া। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উদারীকরণের মুখ হিসেবে মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হলে আস্থা বজায় থাকবে শিল্পমহলের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ২০১২ সালের জুলাইতে রাষ্ট্রপতি হন প্রণব মুখোপাধ্যায়।



সৌজন্যের অভাব আছে মোদির মধ্যে

নয়াদিল্লি: নরেন্দ্র মোদির সৌজন্যবোধ নিয়ে রীতিমতো সংশয় প্রকাশ করলেন সোনিয়া গান্ধী। করলেন কিছুটা কটাক্ষও। তাঁর কথায়, অতীতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে যে ধরনের আন্তরিকতা দেখা দিত, তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত মোদির ব্যবহারে। আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' বইটিতে মোদি সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবেই নিজের এই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর এই ধারনার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। লিখেছেন, সংসদীয় অধিবেশনের শেষে স্পিকারের কক্ষে বা কোনও আধা-সরকারি অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হলে প্রথা মেনে নমস্কার করলেও তাঁর সঙ্গে সরাসরি চোখ মেলাতে চান না প্রধানমন্ত্রী মোদি। সরিয়ে নেন চোখ। চোখে চোখ পড়লেই এড়িয়ে যান। তবে সোনিয়া এটাও উল্লেখ করেছেন, তাঁর শরীর খারাপের পরে হাসপাতাল থেকে ফেরার বিরল মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সৌজন্যমূলক খোঁজ নিয়ে বলেছিলেন—ঠিক আছেন তো আপনি?

জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে আছে

দেশ বিদেশ

11 November, 2026 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১১ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী তৈরির কারখানায় কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মৃত্যু হল তিন ঠিকা শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলার হোসুরের উড্ডানাপল্লিতে

হাসিনার স্বদেশ ফেরার আগে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, ছড়াচ্ছে অশান্তি

৫০টির বেশি বিস্ফোরণ ঢাকায়

ঢাকা: ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফিরতে বদ্ধপরিকর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সময় যত এগিয়ে আসছে তত রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে সেদেশে। দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে নিয়মমাফিক আবেদন করেছেন মুজিবকন্যা। কিন্তু তা দিতে নারাজ তারেক সরকার। হাসিনাকে পলাতক ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসাবে প্রত্যর্পণ করতে হবে, এই অবস্থানেই অনড় বিএনপি সরকার। অন্যদিকে জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও ডিসেম্বরে দেশে ফেরার জন্য মরিয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে এবার আইনশৃঙ্খলার অবনতির ছবি ধরা পড়ছে রাজধানী ঢাকাতেও।

খোদ দেশের রাজধানী শহরে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ, বাসে আগুন এবং প্রাণহানির ঘটনায় নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। গত কয়েকদিনে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে ৫০টিরও বেশি বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে খবর। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে অন্তত ৮টি বাসে। সব মিলিয়ে হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের আগে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে থাকার পাশাপাশি অশান্তির কালো মেঘ ঘনাচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক, তা স্পষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিতে। 'ঢাকা ট্রিবিউন'-এর খবর অনুযায়ী, গত ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে ঢাকার আদাবর, শাহবাগ, খিলগাঁও, বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা এবং মিরপুরের কালশিতে একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এরপর সোমবারও বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনের রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থল থেকে তাজা বোমাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সোমবারই শেখ হাসিনার নতুন পাসপোর্টের জন্য



আবেদন করার খবর প্রকাশ্যে আসে। ঘটনাক্রমে একইদিনে ঢাকায় ফের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য। এসবের পিছনে নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লিগের ইন্ধন আছে বলে মত শাসক শিবিরের। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারস-স্টুডেন্টস সেন্টারের কাছে একটি রাস্তায় বোমা ফাটে। এর আগে রবিবার মালিবাগে সিআইডির সদর দফতরের সামনেও বিস্ফোরণের অভিযোগ উঠেছিল। বিস্ফোরণের পাশাপাশি বাসে আগুন লাগানোর ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার ফার্মগেটে মেট্রোরেল স্টেশনের নীচে একটি বেসরকারি সংস্থার বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে মৃত্যু হয়েছে বাসের চালকের। ঘটনার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। আগুনের জেরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রায় ৪০ মিনিট বন্ধ রাখতে হয় সংলগ্ন মেট্রোরেল স্টেশনের পরিষেবা।

সব মিলিয়ে, ডিসেম্বর যত এগিয়ে আসছে, ততই বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লিগের সমর্থকদের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক অশান্তির পিছনে আওয়ামী লিগের সমর্থকদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ হাসিনার দল। তাদের পাল্টা দাবি, দলের কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশের বাইরে আওয়ামী লিগের শাখাগুলি প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে।

'হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে'

ঢাকা: শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ আমিনুল ইসলাম। ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার খবর প্রকাশের পরের দিন তিনি এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' সূত্রে খবর, মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বলেন, ট্রাইব্যুনাল আইনে বলা আছে, রায় প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিন পরে আর আপিল গ্রহণযোগ্য হবে না। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তাই বর্তমান রায় কার্যকর হওয়া ছাড়া অন্য বিকল্প কিছু নেই।

বিয়ের পর পড়াশোনা বা চাকরি স্ত্রীর অধিকার, জানাল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট

রাঁচি: স্ত্রীর উচ্চশিক্ষা বা চাকরি স্বামীর দয়া নয়, এটি তাঁর নিজস্ব অধিকার— এক বিবাহবিচ্ছেদ মামলার শুনানিতে লিঙ্গবৈষম্যমূলক সামাজিক ধারণার মূলে আঘাত করে এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ করেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, বিয়ের পর কোনও নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে বা চাকরি করতে চাইলে তাঁকে কোনোভাবেই 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' বা 'অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী' বলে তকমা দেওয়া যাবে না।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম এস সোনাক এবং বিচারপতি মনোজ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতের একটি রায় খারিজ করার সময় এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে। আদালত বলে, বিয়ের পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা স্বামীর দেওয়া কোনও বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ নয়, এটি স্ত্রীর এমন এক মৌলিক অধিকার যা তিনি সর্বদা প্রয়োগ করতে পারেন। ঠিক একইভাবে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে তিনি যদি সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করতে চান, তবে তাঁকে সেই অনুমতি দেওয়াটা স্বামীর কোনও দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বেঞ্চ তাদের পর্যবেক্ষণে সমাজের দ্বিমুখী মানসিকতা তুলে ধরে জানায়, বিয়ের পর একজন পুরুষ যদি উচ্চশিক্ষা বা কেরিয়ারের পথে এগিয়ে যান, তবে সমাজ সেটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু একজন নারী যখন ঠিক একই কাজ করতে চান, তখন তাঁকে 'অস্বাভাবিক' বা 'অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। আইনি সিদ্ধান্তে এই ধরনের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বা জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে কড়া হুঁশিয়ারি দেয় আদালত। আইনের চোখে স্বামী ও স্ত্রীর অবস্থান ব্যাখ্যা করে আদালত জানায়, দাম্পত্য সম্পর্ক কোনও প্রভু ও দাসের সম্পর্ক নয়। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সমান অংশীদার। এখানে একজন উচ্চ ও অন্যজন নিম্ন কিংবা একজন অপরজনকে শাসন করবে— এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমঅধিকার এবং একসঙ্গে পথ চলার মানসিকতার ওপরেই একটি সুস্থ দাম্পত্য গড়ে ওঠে। জামশেদপুরের একটি পারিবারিক আদালত ২০১৯ সালে এক নারীর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। নিম্ন আদালত উলটে পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে পড়াশোনা ও চাকরি করার সুযোগ দিয়ে 'উদারতা' দেখিয়েছেন এবং ওই নারী 'অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী'। নিম্ন আদালতের এই পুরুষতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক মানসিকতার তীব্র নিন্দা জানিয়ে হাইকোর্ট এই রায় বাতিল করে। একইসঙ্গে, স্বামীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ায় হিন্দু বিবাহ আইনের আওতায় ওই নারীর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত।

নেত্রীর বাড়ির পাশের

(প্রথম পাতার পর) এরপর ওই এলাকার জনৈক বেইমান বাবন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও কিছু বহিরাগত হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, গ্রেফতার করার ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয় দীর্ঘদিন ধরে জড়িত ক্লাব সদস্যদের। এলাকার মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। জনৈক ওই বাবনের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে একের পর এক অভিযোগ একসময় এসেছিল নেত্রীর কাছে। ক্ষুব্ধ নেত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন, বাড়িতে ঢোকা বন্ধ করে দেন এমনকী তাকে ত্যাজ্য করেন। কোনওরকম সম্পর্কই ছিল না তার সঙ্গে। সেই বেইমান বাবন এদিন বহিরাগতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুলিশকে দোসর করে ক্লাব সদস্যদের হুমকি দেওয়া শুরু করে। বলে যেখানে থাকতে বলা হয়েছে, সেখান থেকে তারা যেন না সরে। কোনওরকম মন্তব্য যেন না করা হয়। মুখ খুললেই গ্রেফতারের হুমকি।

ক্লাবের পুজো উদ্বোধন নিয়ে এমন নোংরামি এবং পুলিশি অসভ্যতা এই প্রথম দেখলেন এলাকার মানুষ। তাঁদের আক্ষেপ, যে বা যারা এতবড় বেইমানি করছে, তাদের ক্ষমা করবেন না বাংলার মানুষ। পাড়ার লোকেদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থে। এই বিশ্বাসঘাতকতার জবাব আগামিদিনে দেবেন এলাকার মানুষই।

জবাব দিতে হবে বিজেপিকে

(প্রথম পাতার পর)

মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যমে এ-বিষয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এখন চরম শিখরে পৌঁছেছে! ২০২৩ সালের একটি ঘটনার অভিযোগ দায়ের হল ২০২৬ সালে। আর যখন তৃণমূল বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানাচ্ছেন, ঠিক তখনই তাঁকে গ্রেফতার করা হল।

অভিষেক নিজের পোস্টে লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনকারী তৃণমূল বিধায়কদের পুরোপুরি মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে মামলায় জড়ানো হচ্ছে। বেছে বেছে নিশানা করে নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেফতারি করা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি'কে অবশ্যই তার জবাব দিতে হবে। এরপরই তৃণমূল সাংসদ লেখেন– বাংলায় এখন জঙ্গলরাজ চলছে।

ধর্ষণ-সহ একাধিক মামলায় ধৃত বিধায়ক পরেশরাম দাসকে সোমবার রাতে রাখা হয় নরেন্দ্রপুর থানার লক-আপে। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে খাবার মুখে তোলেননি তিনি। কার্যত জেগেই কাটিয়েছেন গোটা রাত। বারবার থানা বদলের আর্জিও জানিয়েছেন বলে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, বিধায়কের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা নগদ এবং ছ'টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সোমবার পরেশরাম গ্রেফতার প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, গ্রেফতারির সময়কালটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখনই ঋতব্রত শিবির থেকে সরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ফেরার কথা জানিয়েছেন পরেশরাম, সেই সময়ই তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আনা হচ্ছে। কুণালের অভিযোগ, পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে থাকা বিধায়কদের জোর করে অন্য শিবিরে আটকে রাখার অপচেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় গ্রেফতারির পর তাঁকে নরেন্দ্রপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার লক-আপেই কাটে তাঁর রাত। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে খাবার দেওয়া হলেও তা খাননি বিধায়ক। শুধু নিয়মিত ওষুধ খেয়েছেন। রাত আড়াইটে পর্যন্ত তাঁকে লক-আপের ভিতরে বসে থাকতে দেখা যায় বলে খবর। বারবার সোনারপুর থানার লক-আপে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। তবে সেই আর্জি মঞ্জুর হয়নি।

স্টেথোস্কোপ

11 November, 2026 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া, যেমন কোনও নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে কথা না বলে ক্র্যাশ ডায়েট করবেন না। সাময়িকভাবে ওজন কমালেও এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে। শুধু পোর্শন কন্ট্রোল করেও অনায়াসে ওজন কমাতে পারেন



মেদ জমেছে উৎসবজুড়ে

উৎসব প্রায় শেষ। এবার আবার নতুন করে নিজেকে একটু ঝালিয়ে নেওয়ার পালা। হাইড্রেশন, ডিটক্সিফিকেশন আর ওয়েট লস তিনটেই করতে হবে। কারণ এই ক'দিনে ভালই মেদ জমে গেছে। কারও কারও হয়তো চার কেজি পর্যন্ত বেড়েছে। কীভাবে চটজলদি আবার শরীরকে আগের ফর্মে ফেরাবেন এবং ওজনটা প্রথম ধাপেই খানিকটা কমিয়ে ফেলবেন রইল তার গাইডলাইন। লিখলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

ভাইফোঁটা পেরিয়ে গেল আজ কিন্তু ওজনটা একলাফে অনেকটা। খাওয়াদাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, আনন্দে শরীর এবং মন দুই-ই ভরভরন্ত। এবার জমানো মেদ নামানোর পালা। কিন্তু শখের ডায়েটের সময় কোথায়। হ্যাঁ কেজো মানুষদের কাছে ডায়েট তো শখই। সারাদিনের কর্মকাণ্ডের মাঝে পেট চুঁই চুঁই তখন যা পাই তাই খাই। অথচ পেটের চারপাশে একটা মোটা দড়ির মতো মেদ, শরীরে ফোলা ভাব। নিজেকে আয়নায় দেখতে ভাল লাগছে না। সামনের এক-দু' সপ্তাহ চট করে প্রাথমিক মেদ খানিকটা ঝরিয়ে নিতে পারলেই কেল্লাফতে এরপর ওটারই কন্টিনিউয়েশন রাখুন নচেৎ শীতের মেদ বড় আঁটোসাঁটো।

রোজ সকালে খালি পেটে থাকুক একটা স্বাস্থ্যকর পানীয়। যা ওজন কমাবে, ব্লটিং কমাবে, হজমশক্তি বাড়াবে। যেমন—

লেবু আর মধুর জল: এক গ্লাস উষ্ণ জলে অর্ধেক লেবু চিপে সঙ্গে এক চামচ মধু দিয়ে খেয়ে নিন। লেবু খুব হাইড্রেটিং। ফ্যাট ভাঙতে সাহায্য করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। চিনির তুলনায় মধুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কিছুটা কম হওয়ায় এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হুট করে বাড়িয়ে দেয় না, ফলে খিদে নিয়ন্ত্রণে থাকে। মধুতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ফিনোলিক অ্যাসিড শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে ফ্যাট ভাঙতে সাহায্য করে। যদি লেবু বা টকে আপনার অ্যাসিডের সমস্যা থাকে তাহলে এই পানীয় আপনার জন্যে নয়।

জিরে, মেথি ও জোয়ানের জল: এক চামচ জিরে, এক চামচ মেথি এবং আধ চামচ জোয়ান এক গ্লাস জলে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল ছেঁকে খালি পেটে খান। লেবুতে অ্যাসিডিটির সমস্যা যাঁদের তাঁরা এটি পান করুন। এই জল বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করে, ওজন ও পেটের চর্বি কমাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মজার বিষয় হল শুধু খালি পেটে নয় এটা যে কোনও ভারী খাবারের পরেও খেতে পারেন। জোয়ানের মধ্যে 'থাইমল' নামক একটি সক্রিয় ঔষধি যৌগ থাকে যা আমাদের পাচক রসকে উদ্দীপিত করে। এটি পেট ফাঁপা, বদহজম এবং পেটে গ্যাস জমার সমস্যা দ্রুত দূর করে। হজমপ্রক্রিয়া উন্নত হলে শরীর পুষ্টি উপাদান ভালোভাবে শোষণ করতে পারে, যা মেটাবলিজম বাড়িয়ে চর্বি কমাতে সাহায্য করে। মেথি মেটাবলিজমকে বুস্ট আপ করে, খিদে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়, যা শরীরে খারাপ ফ্যাট জমতে বাধা দেয়। জিরের মধ্যে 'কিউমিনালডিহাইড' নামক একটি উপাদান থাকে, যা দ্রুত খাবার ভেঙে ফ্যাট মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে। এর ফলে শরীরে ক্যালরি দ্রুত বার্ন হয়, খাবার সহজে পরিপাক হয় ও মেদ কমে।

আদা, কারিপাতা ও হলুদ ভেজানো জল: এক গ্লাস জলে এক থেকে দু' টুকরো আদা, ৪ থেকে ৫টি কারিপাতা এবং এক টুকরো হলুদ ভিজিয়ে রেখে দিন। সকালে ওই জল ফুটিয়ে ছেঁকে খেয়ে নিন। আদা শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বাড়িয়ে দেয় যা ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে।



হলুদে থাকা 'কারকিউমিন' শরীরে নতুন চর্বি জমতে বাধা দেয় এবং পুরনো চর্বি গলাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের ভেতরের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন দূর করে। কারিপাতায় রয়েছে 'মহানিঅম্বাইন' নামক অ্যালকালয়েড, যা মেদ কমাতে সাহায্য করে। এটি লিপিড প্রোফাইল উন্নত করে এবং শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন দূর করে।

স্যালাড

ডিটক্স ওয়াটারের পরে এবার সারাদিনে অন্তত দু'বার একটা হাই প্রোটিন লো কার্ব স্যালাড খান। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চে অথবা ডিনারে খেতে পারেন স্যালাড। কারণ ওজন নিয়ন্ত্রণে স্যালাডের জুড়ি নেই।

কাবলি চানা ও ডিমের স্যালাড: ১ কাপ সেদ্ধ করা কাবলি চানা, ১টি সেদ্ধ ডিম ছোট টুকরো করে কাটা, টকদই ৩-৪ টেবিল চামচ (ভালো করে ফেটানো) সঙ্গে শসা, পেঁয়াজ ও টমেটো সব মিলিয়ে আধ কাপ কুচি করা, লেটুস পাতা, সামান্য বিট লবণ এবং গোলমরিচ গুঁড়ো। চানা ও ডিমে থাকা পুষ্টি উপাদান রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, খাবারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দেয়। পেশি ধরে রাখতে এবং মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে। টকদইয়ের প্রোবায়োটিকস হজমক্ষমতা ভালো করে, যা ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে। শসা এবং টমেটোতে জলের পরিমাণ বেশি এবং ক্যালরি খুব কম, যা পেট ভরা রাখে কিন্তু ওজন বাড়ে না।

চিকেন স্যালাড: ২০০ গ্রাম সেদ্ধ করা চিকেনের ব্রেস্ট পিস ছোট টুকরো করা বা কুচানো। টকদই আধ কাপ সঙ্গে শসা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ এবং টমেটো কুচনো এক কাপ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, অলিভ অয়েল ১ চা চামচ, বিটনুন স্বাদমতো। অলিভ অয়েল না দিতে চাইলে বাদ দিতে পারেন। অল্প লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। এই স্যালাডে পালং শাক দিতে পারেন আধ কাপ সঙ্গে ধনেপাতা কুচি। চিকেন ব্রেস্ট চর্বিহীন প্রোটিনের চমৎকার উৎস। প্রোটিন হজম হতে বেশি সময় নেয়, যা আপনার পেট দীর্ঘক্ষণ ভরে রাখে এবং ঘন ঘন খাওয়ার প্রবণতা কমায়। কার্বোহাইড্রেট কম থাকায় শরীর শক্তির জন্য জমে থাকা চর্বি পোড়াতে শুরু করে। চিকেনে থাকা উচ্চমানের প্রোটিন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড শারীরিক পরিশ্রমের পর পেশি মেরামত এবং নতুন পেশি গঠনে সাহায্য করে। এটি মেটাবলিক রেট বা হজমপ্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়, ফলে বিশ্রামের সময়ও শরীর বেশি ক্যালরি পোড়ায়। লো কার্ব বা কম কার্বোহাইড্রেটযুক্ত হওয়ায় এই স্যালাড খাওয়ার পর রক্তে হুট করে সুগারের মাত্রা বাড়ে না। লেটুস, শসা, ক্যাপসিকামে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ, সি, কে, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে।



এর পাশাপাশি দিনে দু'বার গ্রিন টি খান। ব্ল্যাক কফি চলতে পারে একবার। সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনারে যেটায় স্যালাড খাচ্ছেন না ওর পরিবর্তে রাখুন এক কাপ ভাত, এক বাটি মুসুর ডাল, একটা মাছ ভাজা, একটা পাঁচমিশালি সবজি হালকা করে রান্না করা। এই মিলের সঙ্গেও টকদই খেতে পারেন। রাতে ভাত বা রুটি না খেয়ে ওটসের খিচুড়ি বা ডালিয়ার খিচুড়ি, চিকেন স্ট্যু, ভেজিটেবল স্ট্যু বা সুজির চিলা খেতে পারেন। এই রুটিনেই দেখবেন দু' সপ্তাহে নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছে এবং ওজনটাও কমতে শুরু করেছে।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পক্ষে সংবাদ



ইতালিতে টি-টেন লিগে খেলছেন ক্রিস গেইল

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



হ্যামিল্টনে ক্রিকেট হল না, ফুটবল পায়ে রোহিত শর্মা।



সেডন পার্কে টস হল, ম্যাচ হল না। বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওয়ান ডে।



মুস্তাক আলি জাতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য প্রস্তুতি শুরু বরুণ চক্রবর্তীর।



দিওয়ালিতে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ভারতীয় অলরাউন্ডার শিবম দুবে।



নেশনস লিগে ইতালি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে ঠান্ডায় কাবু এমবাপেরা।



নেশনস লিগের প্রস্তুতি : ইংল্যান্ডের অনুশীলনে দুই ভাই জুড ও জোব বেলিংহ্যাম।



যুব এশিয়া কাপে দুরন্ত সেঞ্চুরির পর বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর।



জিতে জাপান মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের শেষ ষোলোয় তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ।



মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টের জন্য ইডেনে প্রস্তুতি চলছে বাংলা দলের

শেহবাগ-পুত্রের দাপটে শেষ চারে যুব ভারত

বাবাকে কথা দিয়েছিলাম

আল আমেরাত, ১০ নভেম্বর: অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭০ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করল ভারতীয় দল। তাদের এই দুর্দান্ত জয়ের মূল নায়ক প্রাক্তন কিংবদন্তি ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর শেহবাগ। তাঁর ১৬০ রানের বিধ্বংসী ইনিংসের সৌজন্যে ভারত ৭ উইকেটে ৩০৯ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করতে সক্ষম হয়। জবাবে ২৩৯ রানেই গুটিয়ে যায় ইউএই-র ইনিংস। ফলে ৭০ রানে জিতে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ চারের টিকিট পাকা করে দেশের তরুণ ক্রিকেটাররা।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন আর্যবীর। ১৬৮ বলে তাঁর ১৬০ রানের দর্শনীয় ইনিংসে ছিল ১৭টি চার এবং ৭টি ছক্কার মার। মিডল অর্ডারে ভি কে বিনীত (৬৫) তাঁকে চমৎকার সঙ্গ দেন এবং দু'জন মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ১৯৩ রানের বড় পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন। ভারতের নির্ধারিত ৫০ ওভারে তোলা ৩০৯ রানই চলতি এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ দলগত স্কোর।

৩১০ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইউএই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। আহমেদ খুদাদাদ (৭৪) এবং নূরুল্লাহ আইয়ুবি (৩৯) কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও ভারতের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ২৩৯ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। ভারতের হয়ে স্পিনার ঈশান সুদ দারুণ বোলিং করে ৪টি উইকেট তুলে নেন।

সবমিলিয়ে মঙ্গলবার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচ



অকল্যান্ডে মঙ্গলবার।

জিতে এশিয়া কাপের শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করল ভারতীয় যুব দল। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন আর্যবীর শেহবাগ। সেমিফাইনালে ভারতে প্রতিপক্ষ হল আফগানিস্তান।

ম্যাচের সেরা হয়ে আর্যবীর জানান, আমি আজ বড় রান করব, বাবাকে কথা দিয়েছিলাম। আমার ওপর একটি উত্তরাধিকারের দায়িত্ব রয়েছে, কারণ বাবা বড় সেঞ্চুরি ছাড়া অন্য কিছু পছন্দ করেন না। সেটা করতে পেরেছি তাই খুবই ভাল লাগছে।

ফ্যাব ফোর ইউনিক ছিল: উইলিয়ামসন

হ্যামিল্টন, ১০ নভেম্বর : ক্রিকেট দুনিয়া তাঁদের বলত ফ্যাব ফোর। তিনি কেন উইলিয়ামসন। আর বাকি তিনজন বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ ও জো রুট। তবে উইলিয়ামসন জানাচ্ছেন, তিনি কখনও এটা নিয়ে আলাদা করে ভাবেননি। তবে খেলা ছাড়ার পর তাঁর এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ ইউনিক ছিল। স্টিক টু ক্রিকেট পডকাস্ট-এ এসে প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক একথা বলেন। তাঁর কথায়, আমরা সবাই যার যার দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি। আমরা সবাই একাসনে আছি ভেবে ভাল লাগত। রুটের সঙ্গে ইয়র্কশায়ারে খেলেছি। বিরাট আর আমি অনূর্ধ্ব ১৯ থেকে খেলছি। এটা একটা দারুণ ব্যাপার। বিরাট আর রুটের সঙ্গে আমার খুব কাছের সম্পর্ক। স্মিথের সঙ্গে কিছুটা কম হলেও ওর জন্য আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। ওরা সবাই আলাদা চরিত্র, কিন্তু অসাধারণ ক্রিকেটার। আমি শুধু ওদের খেলা দেখতাম আর ভাবতাম। আর ওদের কীর্তির জন্য ওদের খুব শ্রদ্ধা করেছি।

উডদের থামানোর মহড়া খালিদের



প্রস্তুতি রায়ান, ডেভিডদের। অকল্যান্ডে।

অকল্যান্ড, ১০ নভেম্বর : অকল্যান্ডে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলির প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন খালিদ জামিল। মঙ্গলবার রায়ান উইলিয়ামস, মনবীর সিংদের দু'দফায় অনুশীলন করান ভারতের কোচ। সকালে মূলত জোর দিয়েছিলেন ফিটনেস ট্রেনিংয়ের উপরে। বিকেলে নর্থ হারবার স্টেডিয়ামে বল নিয়ে অনুশীলন করিয়েছেন ফুটবলারদের।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ম্যাচ বৃহস্পতিবার অকল্যান্ডেই। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি রবিবার ক্রাইস্টচার্চে। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিউজিল্যান্ডের আক্রমণের ঝড় থামানোই লক্ষ্য কোচ খালিদের। নটিংহ্যাম ফরেস্টের স্ট্রাইকার অধিনায়ক ক্রিস উডকে আটকানোই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আনোয়ার আলি-হীন ভারতীয় রক্ষণের। বিশ্বকাপের আট খেলোয়াড় রয়েছেন নিউজিল্যান্ড দলে। তাঁদের নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছেন খালিদ। এদিন অনুশীলনে রক্ষণ সংগঠনে জোর দেন ভারতের কোচ। ম্যাচ ভেনুতে রক্ষণ জমাট রেখে প্রতিআক্রমণ নির্ভর প্রেসিং ফুটবলে জোর দেন খালিদ।

প্রস্তুতি ভাল হয়েছে : লক্ষ্মী

প্রতিবেদন : রঞ্জির মাঝে আপাতত ব্রেক। আর এই ব্রেকে বোর্ডের পরপর দুটি সাদা বলের টুর্নামেন্ট। প্রথমে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। তারপর বিজয় হাজারে ট্রফি। বাংলা গ্রুপের সব ম্যাচ খেলবে মুম্বইয়ে। তার জন্য জোরকদমে প্র্যাকটিস চলছে কয়েকদিন ধরে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা মঙ্গলবার বলেছেন, আমরা টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুত। আমাদের খুব ভাল প্রস্তুতি হয়েছে। মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার এলে দল আরও শক্তিশালী হবে। শামি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও সাদা বলের ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন জানিয়েছেন। মুকেশ নিউজিল্যান্ডে এ দলের সিরিজ খেলে এসেছেন। সোমবার শেষ হয়েছে এই সিরিজ। লক্ষ্মী জানিয়েছেন, তাঁরা সেরা দল নিয়েই মুস্তাকে যাচ্ছেন। তাঁর ছেলেরা মাঠে সেরা ক্রিকেট খেলবে। মুম্বইয়ে বাংলার প্রথম ম্যাচ কর্নাটকের বিরুদ্ধে। এই টুর্নামেন্টে শুধু আকাশ দীপকে পাওয়া যাবে না। তিনি নিউজিল্যান্ডে টেস্ট সিরিজে ব্যস্ত থাকবেন।

মুস্তাকে খেলতে আসছেন সূর্য



প্রতিবেদন : ভারতীয় দলের নিল জার্সিতে না হোক, সূর্যকুমার যাদবকে কলকাতায় খেলতে দেখা যাবে মুম্বইয়ের হয়ে। মুস্তাক আলি ট্রফির এলিটের ডি গ্রুপের সব ম্যাচ হবে কলকাতায়। সূর্য মুম্বইয়ের অধিনায়ক।

শুধু ভারতের হয়ে নয়, সূর্য একসময় খেলতেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়েও। ফলে কলকাতা তাঁর পরিচিত শহর। ইডেনও সূর্যর অচেনা নয়। মুম্বই গ্রুপের সব ম্যাচ খেলবে ইডেন ও সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে। তাদের প্রথম ম্যাচ গুজরাটের সঙ্গে ইডেনে। ১৪ নভেম্বর শুরু হচ্ছে বোর্ডের টি ২০ সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্ট। বাংলা যখন তাদের সব গ্রুপের ম্যাচ মুম্বইয়ে খেলবে তখন মুম্বই খেলতে আসছে কলকাতায়। ডি গ্রুপে মুম্বই ছাড়া রয়েছে হায়দরাবাদ, গুজরাট, গোয়া, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা ও উত্তরাখণ্ড। মুম্বই কলকাতায় এসে ১৪ তারিখ প্রথম ম্যাচ খেলবে। শেষ ম্যাচ উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে ২৬ নভেম্বর। সূর্য ছাড়াও মুম্বই দলে রয়েছেন কেকেআরের হয়ে খেলা অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, শিবম দুবে, সরফরাজ খান, মুশির খান, শার্দূল ঠাকুর, তুষার দেশপান্ডে। এদের মধ্যে শার্দুল আঙুলের চোট সারিয়ে ম্যাচে ফিরছেন। সূর্য এবার রঞ্জি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাঁর কাছে মুস্তাকের ম্যাচ এখন আর একটি লাইফলাইন।

এশিয়ান কাপে চোখ ছোটদের

কুয়ালালামপুর, ১০ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব ১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে টানা দ্বিতীয়বার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতীয় দল। কুয়ালালামপুরে যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচে বুধবার ভারতের প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর। আগামী বছর ১২ থেকে ২৯ মে উজবেকিস্তানে বসবে এশিয়ান কাপের মূলপর্বের আসর। বাছাইপর্বে 'ই' গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে আয়োজক দেশ মালয়েশিয়া, প্যালেস্টাইন, গুয়াম এবং সিঙ্গাপুর। এই গ্রুপ থেকে একমাত্র পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থাকা দলই মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পাবে। ফলে লড়াই খুব কঠিন। নতুন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর প্রশিক্ষণে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েই যোগ্যতা অর্জন পর্বে নামছে ভারত। বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে দল। মেহরাজ বলেছেন, প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। ছেলেরা উন্নতি করছে। নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করাই লক্ষ্য।

সাফে ড্র করলেই শেষ চারে ভারত



পরীক্ষা কোচ মুসার।

ঢাকা, ১০ নভেম্বর : একই সময়ে ভারতের দুটো দল দুই প্রান্তে আন্তর্জাতিক ম্যাচের মহড়ায়। খালিদ জামিলের অধীনে রায়ান উইলিয়ামস, মনবীর সিংরা অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া ফিফা ফ্রেন্ডলির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, অন্যদিকে নৌশাদ মুসার কোচিংয়ে ভারতের 'বি' টিম বাংলাদেশে সাফ কাপের সেমিফাইনালে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সাফে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ভাল খেলা মহম্মদ সুহেল ও বিজয় ভার্গিসকে নিউজিল্যান্ড ম্যাচের স্কোয়াডে ডেকে নেওয়া হয়। আবার মুম্বই সিটির সঙ্গে অদ্ভুত চুক্তির কারণে ফারুখ চৌধরি, নৌফলদের ক্লাবে রিলিজ করে দেওয়া হয়। পরিবর্তে ব্রাইসন ফার্নান্দেজ, পি ভি বিষ্ণু, ইরফান ইয়াদওয়াদ, আব্দুল রাবিদের ডাকা হয় সাফের দলে। ফলে বুধবারের মালদ্বীপ ম্যাচের জন্য অল্প সময়ে দলকে পুরোপুরি প্রস্তুত করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন কোচ মুসা। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে নামার আগের দিন চিন্তার ভাঁজ মুসার কপালে। তবু আত্মবিশ্বাস ধরে রাখছেন তিনি। মুসা বলেছেন, পাঁচজন খেলোয়াড় চলে গেলেও নতুনরা দলে এসেছে। বিষ্ণু, ম্যাকার্টনরা আমার কোচিংয়ে খেলেছে। তাই ওরা জানে আমি কী ধরনের ফুটবল চাই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতে থাকায় মালদ্বীপের সঙ্গে ড্র করলেই সাফ সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে ভারত। কিন্তু মুসা প্রচন্ড সমীহ করছেন মালদ্বীপকে। বলেছেন, ওরা টেকনিক্যালি খুব ভাল দল। বিল্ড-আপ ফুটবল খেলে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা জয় ছাড়া কিছু ভাবছি না।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে সবসময়



আইআইএসএফ শুটিংয়ে চতুর্থ হয়ে অলিম্পিক কোটা ও পদকের সুযোগ নষ্ট করলেন মনু ভাকের

লিভিংস্টোনকে ছাড়া বড় ক্ষতি

বললেন ডি'ভিলিয়ার্স



কেপ টাউন, ১০ নভেম্বর : চেন্নাই সুপার কিংসের ট্রেড উইন্ডো নিয়ে যখন চারদিকে নানা সমালোচনা চলছে। ঠিক সেই সময়ই ইংলিশ অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোনকে দলে নেওয়ায় সিএসকে-র ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে ৬ কোটি টাকার এই ট্রেডের ফলে লিভিংস্টোনকে দলে টানা নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে মুখ খুলেছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রাক্তন ক্রিকেটার জানান, লিভিংস্টোনের মতো মারকাটারি অলরাউন্ডারকে হাতছাড়া করা সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা এবং ক্ষতিও। লিভিংস্টোন এখন দারুণ ছন্দে রয়েছে। ওর হাতে দুর্দান্ত গলফ সুইং রয়েছে এবং ও দলের জন্য সবসময় বড় সম্পদ। যদিও এই ট্রেড নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন, তবুও আমার মতে এটি সানরাইজার্সের জন্য একটি বড় ক্ষতি। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, হয়তো গত আইপিএলে লিভিংস্টোনকে ঠিকমতো ব্যবহারই করা হয়নি। তাছাড়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতেও ও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। এবার ও নতুন ঠিকানা চেন্নাইতে যাচ্ছে। ওকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন বারবার দল পরিবর্তন না করে নিজেকে থিতু করতে পারে। যদিও চেন্নাইতে ওর ভূমিকা কী হবে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।



প্রি-কোয়ার্টারে তৃষা-গায়ত্রী

কুমামোতো, ১০ নভেম্বর : বিডব্লিউএফ সুপার ৫০০ টুর্নামেন্ট কুমামোতো মাস্টার্স-এ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলেন ভারতের তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচান্দ। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে তাঁরা জাপানের হিনাতা সুজুকি এবং নাও ইয়ামাকিতা জুটিকে সরাসরি গেমেই পরাজিত করেন। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ২০ নম্বর ভারতীয় জুটি ত্রিসা ও গায়ত্রী, এগিয়ে থাকা (১৩তম স্থানাধিকারী) জাপানি জুটিকে মাত্র ৪২ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৭, ২১-১৪ ব্যবধানে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে প্রবেশ করেন। ম্যাচের শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও পরে দুর্দান্ত কামব্যাক করেন তৃষারা।

বর্ষসেরা দলে হ্যারি নেই, আছেন মেসি

হুফদোরপ, ১০ নভেম্বর : ব্যালন ডি'অর জিতেও বিশ্বের পেশাদার ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে জায়গা হল না হ্যারি কেনের। শুধু হ্যারি নন, তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন গত বছরের ব্যালন জয়ী উসমান ডেম্বেলে এবং বায়ার্ন মিউনিখে হ্যারির সতীর্থ মাইকেল ওলিসেও। তবে ফিফপ্রোর বর্ষসেরা দলে তিন বছর পরে ফিরলেন লিয়োনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক এই নিয়ে ১৮ বার এই দলে জায়গা করে নিয়েছেন।

গত মাসে লন্ডনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বর্ষসেরার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ব্যালন ডি'অর' জেতেন হ্যারি। কিন্তু ইংল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ তারকার ফিফপ্রোর সেরা দলে না থাকা অনেককেই অবাক করেছে। বর্ষসেরা একাদশের আক্রমণভাগে মেসি, লামিনে ইয়ামালের সঙ্গে রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে ও আরলিং হালান্ড। প্রথম কিশোর ফুটবলার হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে জায়গা করে নজির গড়েছেন ইয়ামাল। রক্ষণে বার্সেলোনার পাও কুবার্সির সঙ্গে পিএসজির আশরাফ হাকিমি ও নুনো মেন্দেস। গোলকিপার ডেভিড রায়া।



বায়ার্নের হয়ে রেকর্ড গোল হ্যারির।

স্টার্কের অস্বীকার, আর তদন্ত চায় না অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ১০ নভেম্বর : আট বছর পরেও পিছু ছাড়ছে না স্যান্ডপেপারগেট বিতর্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউন টেস্টে বল বিকৃতির কলঙ্কিত ঘটনা নিয়ে নতুন করে বিস্ফোরক দাবি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার উসমান খোয়াজা। তাঁর দাবি, বলের উপর স্যান্ডপেপার বা শিরিষ কাগজ ঘষে বিকৃতি ঘটানোর বিষয়টি শুধু ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দলের প্রত্যেক ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফেরাও এই পরিকল্পনার কথা জানতেন। নিজের আত্মজীবনী 'সবর'-এ খোয়াজার এই দাবি ঘিরে নতুন করে অস্বস্তিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। তবে পুরনো তদন্ত নতুন করে শুরু করার কোনও ইচ্ছা নেই বোর্ডের।

খোয়াজার দাবি ঘিরে মুখ খুলেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কর্তা টড গ্রিনবার্গ। তাঁর মতে, পুরনো ঘটনা নতুন করে খুঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। বোর্ডের তদন্ত প্রক্রিয়ায় এখনও সন্তুষ্ট সিএ। মঙ্গলবার সিএ-র প্রধান গ্রিনবার্গ বলেছেন, উসমান নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে। ওর প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তবে আমরা সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট দেখে দেখে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাই না। ওর বইতে ঠিক কী লেখা হয়েছে, সেটা ভাল করে পড়ে বুঝতে চাই। বইয়ে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা অন্যদের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে মেলে না। তাই উসমান ঠিক কী বলেছে, সেটা বিবেচনা করতে চাই।



বল বিকৃতিকাণ্ডে উল্টো সুর স্টার্কের।

খোয়াজাকে সমর্থন করে নতুন করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ওয়ার্নার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তে উঠে এসেছিল, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জস হ্যাজলউড, নাথান লিয়নের মতো ক্রিকেটাররা পরিকল্পনার কথা জানতেন না। স্টার্ক এদিন বলেছেন, আমি কিছুই জানতাম না। মাঠে কিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা আমার জানা ছিল না। তবে তদন্ত ফের শুরু করার সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিয়ে গ্রিনবার্গ বলেছেন, পিছনে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে নেই। বোর্ডের অবস্থান এটাই। এবার সামনে তাকানোর সময়।

ফেরা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী লাবুশেন

ব্রিসবেন, ১০ নভেম্বর: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়ার পর জাতীয় দলে নিজের প্রত্যাবর্তন নিয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার মার্নাস লাবুশেন। আন্তর্জাতিক দল থেকে বাদ পড়লেও মানসিকভাবে ভাঙেননি এই অজি তারকা। এক সাক্ষাৎকারে লাবুশেন বলেন, আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আমি আবার জাতীয় দলে ফিরে আসব। কবে হবে সেটা সময় বলবে, তবে আমি বিশ্বাস করি নিজের পারফরম্যান্সের জোরেই আমি আবার এই দলে জায়গা করে নেব। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান যে, তাঁর প্রধান লক্ষ্য এখন ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে বড় রান করা। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে পুনরায় প্রমাণ করতে পারলে জাতীয় দলে ফেরার রাস্তা আবারও খুলে যাবে বলে মনে করেন লাবুশেন।

ম্যান ইউয়ে বরখাস্ত হওয়ার পথে ক্যারিক



ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ নভেম্বর : দল অবনমনের আওতায় থাকায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রধান কোচ মাইকেল ক্যারিককে বরখাস্ত করার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। ২৫ অক্টোবর বোর্নমাউথের কাছে ঘরের মাঠে হারের পর ক্লাব কর্তৃপক্ষ ক্যারিকের উপর আস্থা রাখলেও পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতেই কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। দৌড়ে এগিয়ে মরিসিও পোচেত্তিনো।

মোনাকোয় চলতি সপ্তাহেই বৈঠক হওয়ার কথা ইউনাইটেডের অন্যতম কর্ণধার জিম রাটফ্লিক্স এবং ফুটবল ডিরেক্টর জেসন উইলকক্সের মধ্যে। ক্লাবের শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই ক্যারিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। একাধিক সূত্র ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলিকে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বিরতির পর ২২ নভেম্বর লিভারপুলের বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচের আগেই নতুন ম্যানেজার চূড়ান্ত করে ফেলতে পারে ম্যান ইউ। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে খারাপ শুরু ইউনাইটেডের। ১০টি লিগ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। ১৮ নম্বরে নেমে ক্যারিকের দল অবনমন এড়ানোর লড়াইয়ের মুখে পড়েছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাত্র তিনটি ম্যাচে জয়।

ক্যারিকের বিকল্প হিসেবে প্রবলভাবে উঠে এসেছে টটেনহ্যাম, পিএএজির প্রাক্তন আর্জেন্টাইন ম্যানেজার পোচেত্তিনোর নাম। লড়াইয়ে চেলসির প্রাক্তন ম্যানেজার আন্তোনিও কন্তে, নিউক্যাসেলের প্রাক্তন কোচ এডি হাউ। বিবিসি স্পোর্টকে একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আসার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন পোচেত্তিনো।

১৬
১১ নভেম্বর ২০২৬
বুধবার

মাঠে ময়দানে

11 November, 2026 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা



তুমি আছো বলেই বাড়ি যেন অন্যকিছুর থেকে বেশি। স্ত্রী অঞ্জলির জন্মদিনে বার্তা শচীনের

বৃষ্টিতে বাতিল ম্যাচ



সেডন পার্কের উইকেট এভাবেই ঢাকা থাকল বৃষ্টিতে। খেলা হল না মঙ্গলবার।

হ্যামিল্টন, ১০ নভেম্বর : টস হল। শুভ মনে গিল জিতে ফিল্ডিং নিলেন। এও জানালেন তাঁরা আগের দিনের দল নিয়ে খেলবেন। তারপর? বৃষ্টি। প্রথমে হাল্কা। কমেন্ট্রি বক্সে বসে রবি শাস্ত্রী বলেন, খুব হাল্কা বৃষ্টি। হয়তো খেলা হবে। না, হল না। একটা বলও মাঠে না পরে তৃতীয় একদিনের ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল।

এমনিতেই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে টস হয়েছিল। বৃষ্টিতে ভেজা ছিল মাঠ। তাঁর উপর হ্যামিল্টনের আকাশ ভর্তি মেঘ। এই আবহাওয়া দেখেই শুভমন নিউজিল্যান্ডকে আগে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। যাতে গুরনুর ব্রার আর আকিব নবি তাদের পরীক্ষায় ফেলতে পারেন। দুজনেই ছন্দে রয়েছেন। কিন্তু কিছুই হল না। খেলাই হল না। মাঠে কিছুক্ষণ গা ঘামিয়ে সবাই ড্রেসিংরুমে ফিরে গেলেন। তারপর দুই আম্পায়ার ঘোষণা করে দিলেন খেলা বাতিল। ভারতীয় সময় তখন বেলা সওয়া ১১টা।

নিউজিল্যান্ডে কনকনে হাওয়া বয়। একেবারে শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। স্লিপ ফিল্ডাররা বোলারের বল করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখবেন। সঙ্গে থাকবে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। এটাই পরিচিত দৃশ্য অকল্যান্ড, ওয়েলিংটন, হ্যামিল্টনে। কিন্তু অসময়ের এই বৃষ্টি সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে। শীতের পর গ্রীষ্ম আসছে। এখন বৃষ্টির ব্যাপার ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছে। ফলে একদিনের এই সিরিজের উপর বারবার বৃষ্টির থাবা পড়ছে। তিনটি ম্যাচেই বৃষ্টি হল। তারমধ্যে এই ম্যাচ বাতিলই হয় গেল।

সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচ শুক্রবার ও রবিবার। এই দুটি ম্যাচ হবে মাউন্ট মানুইগানুইয়ে। বৃষ্টির এই বহর দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ওখানে আবহাওয়া কেমন যাবে। জানা গিয়েছে দুটি ম্যাচই পরিষ্কার আকাশের নিচে হবে। বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। এখন প্রশ্ন হল তওরাঙ্গার মাঠের উইকেট কেমন হবে? এমনিতে রানের উইকেট। কিন্তু শীতের শেষে এই সময় বল খুব মুভ করে। ফলে দুটো দলের জোরে বোলারদের জন্য সুবিধা।

এখান থেকে দুটো দলই কমবেশি ভাগ হয়ে গেল। দুটো দলই এবার টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নেবে। নিউজিল্যান্ডে ভারত দুটি টেস্ট খেলবে। টি ২০ ও একদিনের ম্যাচে ভারত ভাল করেছে। একদিনের সিরিজে ২-০ লিড রয়েছে। এখন টেস্টে কি হয় সেটাই দেখার।



ফিট ঋষভ কাল যাচ্ছেন

মুম্বই, ১০ নভেম্বর: ভারতীয় টেস্ট দলের জন্য স্বস্তির খবর। চোট সারিয়ে অবশেষে পুরোপুরি ফিট ঋষভ পন্থ। বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সেলেলেন্সে দুই দিনের ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। আগামী ১২ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। এমনটাই জানানো হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে থাকা ভারতীয় টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্টের প্রস্তুতিতে পন্থ নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঋষভের দলে ফেরা ভারতের ব্যাটিং ও কিপিং বিভাগকে অনেকটাই শক্তিশালী করবে। ইরানি কাপে রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার হয়ে খেলার সময় পেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি।

শুভমনরা হ্যামিল্টন ছেড়ে টেস্ট শিবিরে



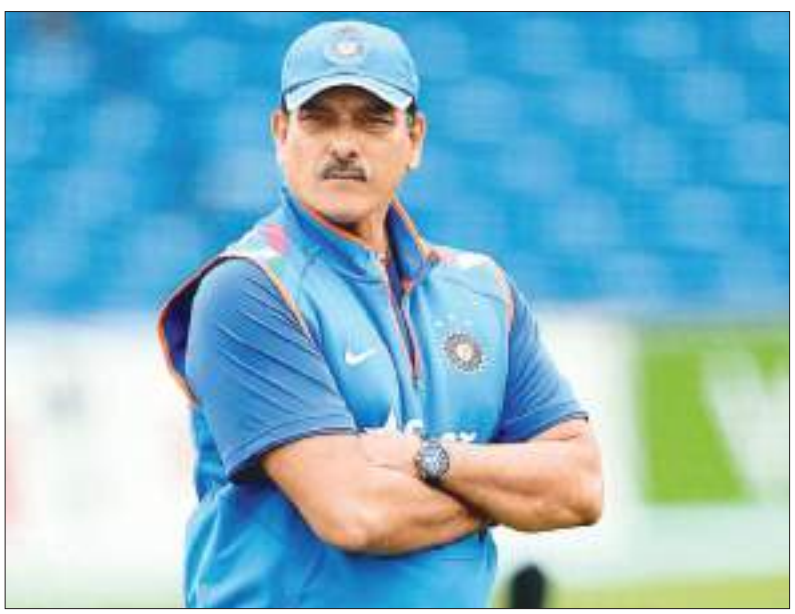
হ্যামিল্টন, ১০ নভেম্বর : দলকে একদিনের সিরিজ জয়ের দরজায় রেখে ওয়েলিংটন গেলেন শুভমন গিল। বাকি দুটি ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ার।

সেডন পার্কে মঙ্গলবার বৃষ্টিতে খেলা হয়নি। ফলে এখানেই একদিনের সিরিজের ফয়সালা করে যেতে পারেননি অধিনায়ক শুভমন। তাঁর মতোই একদিনের দল থেকে কেএল রাহুল, মহম্মদ সিরাজরা ওয়েলিংটন গেলেন। বুধবার থেকে সেখানে টেস্টের প্রস্তুতি শুরু হবে।

দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হচ্ছে ওয়েলিংটন দিয়ে। সেখানেই বসছে প্রস্তুতি শিবির। বুমরা, জুরেল, পারিকালরাও এ ম্যাচের সিরিজ শেষ করে ওয়েলিংটনে পৌঁছে গিয়েছেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট হিসাব করে দেখেছে প্রথম টেস্টের আগে ৫-৬টি প্র্যাকটিস সেশন পাবে। যার পুরোটাই কাজ লাগাতে চায় টেস্ট দল। ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক ও বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল টেস্ট শিবির পরিচালনা করবেন। একদিনের দলের সঙ্গে থেকে গিয়েছেন গৌতম গম্ভীর ও সাইরাজ বাহুতুলে। গম্ভীররা পঞ্চম একদিনের ম্যাচের পর টেস্ট দলের সঙ্গে মিলিত হবেন।

বুমরা, জুরেলরা চারদিনের এ ম্যাচে ছিলেন। অধিনায়ক শুভমন একদিনের ম্যাচের পরিমণ্ডলে থাকলেও কোটাকরা আশ্বস্ত ওরা খেলার মধ্যে ছিলেন বলে। শ্রেয়সের সঙ্গে শেষ দুই ম্যাচের জন্য থেকে গিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, অক্ষর প্যাটেলরা।

খেলা, কমেন্ট্রির থেকে কোচিং কঠিন : শাস্ত্রী



মাথায় সবসময় যেন বন্দুক ধরা থাকে

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী বলছেন ক্রিকেট খেলা ও কমেন্ট্রি করার থেকে অনেক বেশি কঠিন হল কোচিং করানো। কারণ হিসাবে তিনি জানান, একবার প্লেয়াররা মাঠে ঢুকে গেলে কোচের হাতে আর কিছুর নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

স্কাই স্পোর্টসে ইয়ান স্মিথকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, আমি যখন খেলতাম তখন হাতে একটা ব্যাট আর বল থাকত। এখন যেমন কমেন্ট্রি করতে বসে সামনে মাইক পাই। কিন্তু প্লেয়াররা একবার মাঠে ঢুকে গেলে হেড কোচের আর কিছু থাকে না। কিন্তু বিশাল দায়িত্ব থাকে কোচের উপর। এত মানুষের প্রত্যাশা থাকে দলের উপর। কোভিড থাকুক বা না থাকুক, কোচকে জিতে যেতেই হবে।

এরপর শাস্ত্রী যোগ করেন, কোচের মাথায় সবসময় বন্দুক ধরা থেকে। কিন্তু সাফল্য পেলে খুব আনন্দ হয়। সন্তুষ্টি দেয়। মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। আর কোনও কাজে এমন তৃপ্তি মেলে না। ২০১৭-২০২১ ভারতের কোচ ছিলেন শাস্ত্রী। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি ঐতিহাসিক সিরিজ জেতা ছাড়াও তাঁর আমলে ভারত অনেক সাফল্য পেয়েছে। তাঁর সময় ভারত টানা ৪২ মাস টেস্টে এক নম্বরে ছিল। টেস্ট ফাইনালও খেলেছে।

ক্রিকেটের প্রতি আবেগই তাঁকে এই খেলার সঙ্গে এতদিন ধরে জড়িয়ে রেখেছে। শাস্ত্রী বলেন, কমেন্ট্রি জীবনে এত জায়গায় যাওয়া, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা তাঁকে এসবের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। তাঁর কথায়, আমি অন্য কিছু করতে পারতাম। সেই সুযোগ ছিল। তবে ক্রিকেটের প্রতি আবেগই আমাকে এর মধ্যে আটকে রেখেছে। আসলে তোমার মধ্যে আবেগ না থাকলে তুমি এই খেলাকে ভালোবাসতে পারবে না। প্রত্যেকটি ম্যাচে এই উৎসাহ থাকবে না। তবে এই কাজে আনন্দ আছে।